CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 Augest, 2023 ■ আগরতলা ৭ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২১ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

দেশের ৫০৮টি রেল স্টেশনের সঙ্গে ত্রিপুরার ৩টি স্টেশনও আধুনিক হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, কুমারঘাট, ধর্মনগর, ৬ আগষ্ট।। দেশের ৫০৮ টি রেলস্টেশনের সঙ্গে আজ অমৃত ভারত ষ্টেশন স্কীমের অন্তর্গত রাজ্যের তিনটি রেল ষ্টেশনের আধুনিকীকরণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয় উদয়পুর রেল স্টেশনে। এই প্রকল্পে ত্রিপুরার তিনটি রেল স্টেশন রয়েছে। সেগুলো হলো উদয়পুর ধর্মনগর এবং কুমারঘাট রেল স্টেশন। এদিনের উদয়পুর স্থিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পদ্ম পুরস্কার প্রাপ্ত বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া, এন এফ রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার প্রেম রঞ্জন কুমার।

অনুষ্ঠানে ভাষন দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, দেশের সাধারন, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেনীর রেলযাত্রীর সুবিধার জন্য অমৃত ভারত রেল স্টেশন প্রকল্পে ৫০৮ টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশু মহিলা সব ধরনের রেল যাত্রীর সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই প্রকল্প রূপায়ন করা হয়েছে। বিশ্বমানের হবে এই রেল স্টেশনগুলো। সর্বাধুনিক সুবিধা থাকবে। তিনি আরও যোগ করেন, রেল স্টেশনগুলোর উন্নয়নের কথা আগে ভাবা হতো না। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রেলমন্ত্রকের জন্য বাজেটের পরিমান ৫ গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন নতুন রেলপথ পাতা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সব ট্রেন বিদ্যুৎ-এ চলবে। দুষণ কমবে। রেল ষ্টেশনগুলোও গ্রীন ইনিশিয়েটিভ অনুযায়ী তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব কয়টি রাজ্যের রাজধানী শিগগিরই রেলপথে জুড়বে। তিনি বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিরোধীরা সরকারের সব কাজ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। সমালোচনা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বলেন , রাজ্যে বর্তমান সরকার আশার পর ত্রিপুরার উন্নয়নের চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাব্রুম পর্যন্ত রেল চলাচল করছে। চলতি বছরেই আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে আগরতলা থেকে খুব অল্প সময়ে ট্রেনে কোলকাতায় পৌছানো যাবে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টির ফলে ত্রিপুরাতেও রেল ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তিনটি স্টেশন, উদয়পুর, ধর্মনগর এবং কুমারঘাটকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করায় প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা এখন মনে করেন, তাঁরাও দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতের শরিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় হিরা মডেলকে গ্রহণ করার ফলে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় পরায়ন মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন ,১৮৮১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১৩৫ বছর লাগলো গোহাটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুলের সদস্যপদ প্রত্যাহার নিয়ে আজ লোকসভা স্পিকারের ঘোষণা

অভিজিৎ চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৬ আগষ্ট।। সোমবার সংসদে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দিকে সবার নজর থাকবে।কারণ, একদিকে ওম বিড়লাকে সংসদে রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে এবং অন্যদিকে সাংসদ রাম শঙ্কর খাটারিয়াকে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

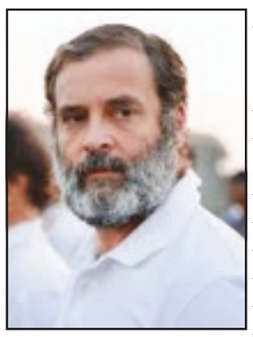

খাটারিয়া সংসদে শনিবার উত্তরপ্রদেশের ১২ বছরের পুরানো হামলা ও দাঙ্গার মামলায় একটি বিশেষ আদালতের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দুই বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে যেখানে তিনি বেসরকারী পাওয়ার কোম্পানির কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করেছেন।

খাটারিয়া প্রথম মেয়াদে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় মানবসম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

সূত্র জানায়, স্পিকারের কার্যালয় ওম বিড়লার আদেশ প্রাপ্তির পরই ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে, লোকসভায় কংগ্রেস পার্টির নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভা স্পিকারের কাছে একটি চিঠি লিখে অবিলম্বে সদস্যপদ পুনরুদ্ধারের অনুরোধ করেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় হল ২৩ শে মার্চ, রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং গুজরাটের আদালত মানহানির মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল যার পরে ২৪ শে মার্চ তাকে লোকসভা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

কংগ্রেস পার্টি চায় সোমবার তার সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করা হোক যাতে তিনি মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির আনা অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। আগামী ৮ আগস্ট মঙ্গলবার অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব দেবেন ১০ আগস্ট।

বাড়ির মালিকের হাত পা বেধে লুটপাট চালায় ডাকাত দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ আগষ্ট।। রাজ্যে থেমে নেই চুরি ডাকাতির মত ঘটনা। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার আগে বাংলাদেশ থেকে ডাকাত দল ভারত ভূখণ্ডে এসে চুরি ডাকাতি করার ঘটনা দেখা যেত। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার পর কিছু কিছু স্থানে চুরি ঘটনা ঘটে থাকলেও ডাকাতির ঘটনা ছিল একেবারেই কম।বহুদিন পর কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর পূর্বপাড়া এলাকায় গভীর রাতে অস্ত্রের ঝলকানি দেখিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার রাত আনুমানিক ১২.৩০ মিনিটের সময় মানিক্যনগর পূর্ব পাড়ার শংকর সাহার ছেলে উত্তম সাহা (চানু) বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য এক ডাকাত দল ঢুকে।উত্তম সাহার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ডাকাত দল দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের হাত পা বেঁধে ঘরের স্বর্নালংকার প্রায় ১৭ ভুরি এবং নগদ প্রায় চার লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় কাপর, বিভিন্ন নথিপত্র এবং গাড়ির

দুটি চাবি নিয়ে যায় ডাকাত দল। বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে জানা যায়, ডাকাত দলে দশ থেকে বারো জন সদস্য ছিল। এই হিংস্র ডাকাত দলের কাছে দাঁড়ালো দা, ছুরি, পিস্তল সহ প্রায় সব ধরনের অস্ত্র ছিল। ঘরে ঢুকে পুরুষ লোকদের হাত পা বেঁধে ঘরের সমস্ত মূল্যবান জিনিস দেওয়ার জন্য বলে এমনকি না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। বাড়ির মালিক উত্তম সাহা ধারালো অস্ত্র দেখে হতভম্ব হয়ে ঘরের সমস্ত স্বর্ণালংকার টাকা পয়সা ডাকাত দলের হাতে তুলে দেয়।এতে বাড়ির মালিক উত্তম সাহা প্রাণভিক্ষা পায়। কোন কিছুই রাখেনি ঘরের মধ্যে। এই ভাবে গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরি গত কয়েকবছরের মধ্যে প্রথম দেখা গিয়েছে গোটা বক্সনগর এলাকায়।ডাকাত দলের ডাকাতি প্রায় ২/৩☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস

প্যারেডে অংশ নেবে মেঘালয় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। এ বছরও স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। এ উপলক্ষে রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে চলছে প্যারেড প্রস্তুতি। আসাম রাইফেলস ময়দানে এ বছর স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবে মেঘালয় পুলিশ। আগামীকাল আসাম রাইফেলস ময়দানে মেঘালয় পুলিশের ৩৩ জনের কন্টিনজেন্ট প্যারেডের প্র্যাকটিসে অংশ নেবেন। পুলিশের এআইজি জ্যোতিষ্মান দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, প্রতিবেশী দুই রাজ্যের পুলিশের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভাল করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্ট আসাম রাইফেলস ময়দানে রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে মেঘালয় পুলিশের একটি কন্টিনজেন্ট প্রথমবারের জন্য প্যারেডে অংশ নেবেন। মেঘালয় পুলিশের ৫০ জনের একটি টিম রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। তাদের আরকে নগরে টিএসআরের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে রাখা হয়েছে। শ্রী দাস চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, রাজ্যর টিএসআরের একটি টিম মেঘালয়ে স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানের প্যারেডে অংশ নিতে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত শহরের নিম্নাঞ্চল বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গাছ ভেঙ্গে পড়ল থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। সোমবার ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কা আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। জারী করা হয়েছে সতর্কতা। পশ্চিম আগরতলা জেলা সহ সিপাহিজলা জেলা, গোমতী জেলা, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে ধলাই ও খোয়াই জেলাতেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে রবিবার দিনভর প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র। বেশ কিছু জায়গা ছিল বিদ্যুৎহীন। দিনভর রাস্তাগুলি জলমগ্ন থাকায় দুর্ভোগে ছিল চরমে। রবিবারের টানা বর্ষণে প্লাবিত হয়েছে রাজধানী শহর আগরতলা। রবিবার ছুটির দিনে একপ্রকার তীব্র গরম থেকে স্বস্তি পেল শহরবাসী। তবে সকাল থেকেই টানাবর্ষণের ফলে নিত্য যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। শহরের বেশকিছু নিম্নাঞ্চলগুলি এদিন প্লাবিত হয়। শহরের প্রানকেন্দ্র শকুন্তলা রোড, রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এবং আইজিএম হাসপাতাল ও সিটি সেন্টার সহ বেশ কিছু এলাকায় এদিন দিনভর বৃষ্টির ফলে জল জমে ছিল। দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে যাতায়াতকারীদের। দিনভর শহরের বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ্য করা যায় বিদ্যুৎ চপলতা। বেশ কিছু এলাকায় দিনভর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। এদিকে বিকেল নাগাদ বৃষ্টি কমে গেলে শহরের জমা জলও ধীরে ধীরে নেমে যায়। পুর নিগমের বাস্তুকারেরা এদিন পথে নামেন জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা তদারকি করতে। শহরের পাম্পগুলির মাধ্যমে এদিন কিছু সময়ের মধ্যেই জল নেমে যায়। তবে আগামীকালও যদি একইভাবে বৃষ্টি হয় দিনভর তবে শহরে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে অফিস যাত্রীদের চরম ভোগান্তি শিকার করতে হবে বলে ধারনা।

এদিকে, ঘটনার বিবরনে জানাযায় বরিবারের বৃষ্টির ফলে বাইখোড়া থানার কনষ্টেবলদের থাকার রুমের টিনের ছাউনির উপর একটি বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙ্গে পরলো, অল্পতে রক্ষাপেলো আরক্ষাদপ্তরের কর্মীরা। বর্তমানে বাইখোড়া থানার অফিসকক্ষগুলি জরাজির্ন অবস্থায় রয়েছে এরইমধ্যে গাছ ভেঙ্গে পরায় রুমগুলি ভগ্নদশায় পরিনত হয়েছে। এতেকরে আরক্ষাদপ্তরের কর্মীদের কাজ করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিনহতেহবে। আজকে গাছভেঙ্গে পরাতে আতঙ্কের মধ্যদিয়ে দিনকাটাতে হচ্ছে আরক্ষাদপ্তরের কর্মীদের। এখন দেখার বিষয় বাইখোড়া থানার পরিকাঠামোর দিকদিয়ে সার্বিক উন্নয়নে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

রাজুর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

উপনির্বাচনের ঘোষণা শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। বিজেপির ত্রিপুরা ও আসামের নব নিযুক্ত সংগঠন সাধারণ সম্পাদক জি. আর রবীন্দ্র রাজু আজ আগরতলায় আসেন। তাকে আগরতলা বিমান বন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। সন্ধ্যায় আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তিনি। সন্ধ্যায় আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।তাকে সংবর্ধিত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সংগঠন সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্রনাথ শর্মাও উপস্থিত ছিলেন। তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন সহ অন্যান্যরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফনিন্দ্র নাথ শর্মা থেকে প্রদেশ নেতৃত্ব অনেক কিছু শিখেছেন। তিনি ২০১৭ সাল থেকে এখানে দায়িত্বে ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন যেকোনো সময় ঘোষণা হতে পারে। তবে দুটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয় লাভ করবে। লোকসভা আসনেও রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাস্তার কাজ দেখে ক্ষুব্ধ বিধায়ক

উন্নয়নের সাথে আপোষ না করার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ আগষ্ট।। সরকার যেমন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, ঠিক তেমনি জনগণের টাকা সরকারের মাধ্যমে জনগণের জন্যই খরচ করা হয়। কাজেই কোনভাবেই জনগণের উন্নয়নকে বাধাপ্রাপ্ত হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার বিগত ২০১৮ সাল থেকেই গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সচেষ্ট, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন ভাবে যদি প্রকৃতভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করা না হয়, তাহলে এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ২৭ কল্যাণপুর প্রমদনগর

বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অমর কলোনী গ্রামের নির্মীয়মান রাস্তার কাজের গতি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন। শুধু কথাগুলো বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি বিধায়ক, সাথে সাথে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক থেকে শুরু করে ব্লকের বিডিওকে পর্যন্ত কাজের জায়গায় ডেকে নিয়ে আনেন। বিধায়ক, বিডিও সহ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং যারা কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত তাদের সাথে কথা বলে বিভিন্ন জায়গায় কাজের ভুলগুলো ধরিয়ে দেন, সাথে সাথে কোনভাবেই যাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ২৯৫ ■ ৭ আগস্ট ২০২৩ ইং■ ২১ শ্রাবণ ■ সোমবার ■১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দৃঢ় হইবে মৈত্রী

সাম্প্রতিক কিছু রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঠিক করিবার জন্য দিল্লিকে মধ্যস্থতার আর্জি জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । আর এরই মাঝে আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি দলের ভারতে আগমনের বিষয়টি উপমহাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়া যখন আমেরিকা 'অসন্তুষ্ট', তখন ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে আওয়ামি লিগের 'পাশে রহিয়াছে', এই সফরে সেই বার্তাই যেন স্পষ্ট।এর আগে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠিয়াছিল বাংলাদেশে। সেদেশে আরও একটি সাধারণ নির্বাচন হইতে চলিয়াছে। এই আবহে কয়েকদিন আগেই অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলিয়াছিলেন, 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অসম্মান করা ব্যক্তিদের মার্কিন ভিসা দেওয়া হইবে না।' এদিকে গত নির্বাচনগুলিতে কারচুপির অভিযোগ উড়িয়া আসিয়াছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগ। এই সবের মাঝেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করিবার দিকে মন দিয়াছে আওয়ামি লিগ। বিজেপির কাজের পদ্ধতি দেখানো হইবে আওয়ামি লিগ প্রতিনিধি দলকে।ভারত সফরে আসা আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি দলের সভাপতিত্ব করিবেন সে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তথা দেশের কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক। তাছাড়াও পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে আরও থাকিবেন দলের যুগ্ম মহাসচিব তথা তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং বাংলাদেশের দুই মহিলা সংসদ সদস্য।বিজেপি নেতাদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করিবার কথা আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি দলের। 'বিজেপিকে চিনুন' কর্মসূচির অধীনেই নাকি আওয়ামি লিগের প্রতিনিধি দলকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে গেরুয়া শিবিরের তরফে। দলগত ভাবে দুই দেশের শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করিতেই এই সফর। এদিকে সেপ্টেম্বরে জি২০-র সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ হাসিনার আসিবার কথা দিল্লিতে। তার আগে আওয়ামি লিগের এই প্রতিনিধি দল পৌঁছিয়াছে দিল্লি।এদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলিয়াছিলেন, 'গোটা বিশ্ব এই নিয়া নিজেদের মতামত জানাইতে পারে। তবে ভারত এই নিয়া কথা বলিবে না। বাংলাদেশের সঙ্গে চিরকাল আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। বাংলাদেশে যেটাই হয় না কেন, তাহার প্রভাব আমাদের এখানেও পড়ে। আর ভারত মনে করে, বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে চায়, সেদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেন সেইভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। আমরা চাই যাহাতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়। কোনও হিংসা যাহাতে না হয়। এদিকে সেদেশের বিরোধী দল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তুলিয়াছে, সেই নিয়া ভারতের কোনও প্রতিক্রিয়া নাই।

পাশে টুনবাড়ি চা বাগান থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ

মালবাজার, ৬ আগস্ট (হি.স.): রবিবাসরীয় সকালে মাল শহরে উদ্ধার হল চিতাবাঘের দেহ। এদিন সাতসকালে মাল শহরের পাশে টুনবাড়ি চা বাগানের ১১/১২ সেকশনের মধ্যবর্তী এলাকায় চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

জানা গেছে এদিন সকালে মাল শহরের পাশে টুনবাড়ি চা বাগানের ১১/১২ সেকশনের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি চিতাবাঘের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রাই। দেহটিতে পচন ধরেছিল। ওই এলাকায় মাল শহরের অনেক বাসিন্দারাও প্রাতর্ভ্রমণ করতে যান। এই খবর চাউর হতে চিতাবাঘের দেহ দেখতে ভিড় জমে যায় এলাকায়। খবর পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের আধিকারিক এবং কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রঙিয়া রেলস্টেশনের কাছে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

রঙিয়া (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনে কাছে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবককে নয়নজ্যোতি দাস বলে শনাক্ত করেছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, আজ রবিবার সকালে রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে নীল রঙের জিন্স এবং আকাশি রঙের টি-শার্ট পরিহিত এক যুবকের মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন থানায়। তাঁরা যোগাযোগ করেন রেল পুলিশের সঙ্গে। রেল ও সাধারণ পুলিশের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে রঙিয়া থানায় নিয়ে গেছে। ইত্যবসরে তার পরিবারের সদস্যরা এসে মৃতদেহ শনাক্ত করার পর দেহ ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, মৃত নয়নজ্যোতি দাস ওদালগুড়ি জেলার বাসিন্দা। তাঁর বয়স প্রায় ৩০ বছর।

এদিকে, অত্যধিক নেশাদ্রব্য খাওয়ার জন্য যুবক নয়নজ্যোতি দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন পুলিশ ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে পুলিশি তদন্তের পর গোটা বিষয়ে স্পষ্ট হবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প : বিশ্বমানের রেল স্টেশন হতে চলেছে বঙ্গের ৩৭টি স্টেশন

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে এবার বীরভূম জেলার বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশন বিশ্বমানের রেল স্টেশন হতে চলেছে। রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এই স্টেশনের পুনর্বিকাশ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা প্রমুখ।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এ রাজ্যের ৩৭টি স্টেশন-সহ দেশের মোট ৫০৮টি স্টেশনের পুন উন্নয়ন এর এদিন ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনের ৬ নম্বর প্লাটফর্মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের ৫০৮টি রেল স্টেশনকে পুনরুন্নয়নের করার লক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশনকে নবসাজে সাজিয়ে তুলতে রবিবার প্রকল্পের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় থাকা কালিয়াগঞ্জ স্টেশনের ভিত্তিক স্থাপনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সংসদ প্রতিনিধি কার্তিক চন্দ্র পাল কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌরপতি রামনিবাস সাহা সহ রেলের বিভিন্ন আধিকারিকগণ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ওরা সবাই জানে অল্পেতে খুশি কেবল জনসাধারণ

পাঠক মিত্র

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়-কথাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন। এই কবিতার প্রকাশকাল পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত। স্বাধীনতার বয়সও পঁচাত্তর পার হয়ে গেল। তবে কবি দেখে যেতে পারেননি স্বাধীনতা। কিন্তু পরাধীন দেশে শোষিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কষ্ট কবি দেখে গেছে। মানুষেরই সেই কষ্ট কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। বিশেষত ক্ষুধার চিত্র। যে চিত্রে ধরা পড়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রকৃত কলঙ্ক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই কলঙ্ক মোছা যায়নি। বিশ্ব সূচক তাই বলছে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত, এই সূচকে একশো একুশটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান একশো-সাত তম। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মানুষের মুখে যথার্থভাবে খাদ্য ভুলে দিকে প্রতিবেশী দেশের থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে। শুধু তাই নয়। এক সময়ে আফ্রিকার ক্ষুধার্ত দেশগুলির থেকেও পিছিয়ে পড়েছি। পিছিয়ে পড়ার কারণ শুধুই কি করোনা। কিন্তু করোনাতে ভারতে দিশ্য দেখিয়েছে বলে ছাতি ফুলিয়ে বলেছে বিজেপির নেতামন্ত্রীগণ। এমনকি বিশ্বের জনপ্রিয় নেতার মর্যাদার মাননীয় নরেন্দ্র মোদি দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে তাঁর পারিষদ অনুগামীরা দেশের হয়ে গর্ব করেন অবরহ। ওএ কথা ঠিক যে করোনাকালে আশি কোটি মানুষের জন্য সরকার খাবারের ব্যবস্থা করেছে। তবে তা করার পরেও এই সূচক। তাহলে এ দেশে মানুষের অবস্থা কোন পর্যায়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু এই সূচক নিয়ে বলতে হয় কারণ ভারতের স্থান তাঁর প্রতিবেশী সকল দেশের থেকে পিছনে। তার মানে প্রতিবেশী দেশ তাঁদের মানুষদের যেভাবে দেখভাল করেছে সেভাবে আমাদেরদেশ করতে পারে নি। কিন্তু আণরা তা প্রতিবেশী দেশের থেকে নিজেদের বেশি ক্ষমতাবান বলে গর্ব করি। সেই ক্ষমতা দিয়ে আমরা যে কোনো দেশকে উচিত শিক্ষা দিতে পারি। সেই গর্বে আমরা আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথে হাঁটতে পারি। কিন্তু সেই আত্মনির্ভর ভারতে মানুষ এখনো খাদ্যনিভর হতে পারেনি। তাহলে এই আত্মনির্ভর কাদের জন্য। যদিও দেশের এক শতাংশ মানুষের হাতে তিয়াত্তর শতাংশ সম্পদ ছিল গত বছরে। আব এখন সেই হিসেব কষে সম্পত্তি কেবল তাঁদেরই বেড়েছে। লকডাউন ও করোনাকালে সাধারণ মানুষ যেখানে কর্মহীন থেকে নিঃস্ব হয়েছে, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি বেড়েছে কয়েকশো গুণ। এই বিশ্বে ক্ষুধা সূচক বলে দেয়, তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কাদের নিয়ে। দেশের মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে দেশ এগিয়ে যায় কেমন করে। মানুষকে ফেলে রেখে দেশ এগিয়ে যেতে পারে কি? কাদের কাছে জনপ্রিয়? এ প্রশ্ন অবশ্যই আসে। তিনি অবশ্য জনপ্রিয় ছয়েছিলেন, তিনি হাজার কোটি টাকার একতার মূর্ত তৈরি করে। একতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও একতার রূপ প্রকট হচ্ছে ক্রমশ। ক্ষুধা সূচকে দেশের স্থান একুশো এক থেকে নেমে একশো-সাত তম। নিজেকে জনতার মন্দিরে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। অথচ তাঁর সেবায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাহলে তিনি কাদের সেবা করলেন। মানুষ ক্ষুধার্ত থাক তিনি কি তাই চান। ক্ষুধার্ত মানুষ কপালের দোষ নিয়ে মন্দিরের দরজায় যাতে লাইন দিতে পারে তার ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রুটি না থাকে সেদিকে রয়েছে তার তীক্ষণ দৃষ্টি। আবার হাজার হাজার কোটি ব্যায়ে ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় ভিস্তা তৈরির প্রয়োজন উপলব্ধ হয় দেশের গৌরবের নামে। এ গৌরব উন্নয়নের গৌরব। এই উন্নয়নে হয়তো মানুষের ক্ষুধা থাকা স্বাভাবিক। আর মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে তার পুষ্টি না থাকাটাও স্বাভাবিক। রিপোর্ট অনুযায়ী এ দেশের প্রায় সতেরো শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। উন্নয়নের প্রশ্নে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্য ছাড়া আর কি আছে? একশো দিনের কাজ আর মিড-ডে মিলের বরাদ্দ চার টাকা থেকে সাত টাকা মানুষের ক্ষুধা ও পুষ্টি নিবারণ করতে পুরোপুরি সমর্থ হলে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ক্রমশ নীচের দিকে যেত না। সূচকের মান নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক থাকে। কিন্তু উন্নয়নের গর্বে যে যখন থাকে তখন তার কোনো খামতি থাকে না। ক্ষুধার্ত মানুষ শুধু উন্নয়নের এই আলোতে ঝলসে থাকে। এই অবস্থায় আসল আলোটাই তাঁর কাছে অচেনা থেকে যায়।

মানুষ অল্পেতে খুশি হয়ে যায় বলেই আসল আলোর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করতে পারে না। অল্পতে খুশি শব্দটি মনে করিয়ে দেয় কবিগুরু এক ছড়া। কবিগুরুর খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থে দামোদর শেঠকে কেবল খাওয়ার ব্যাপারে খুশি করার প্রশ্নই উঠে এসেছে ছড়াটিতে। হয়তো শেষ বলেই হয়তো তার আয়োজন খাওয়ার অনেক বড়ো করে তাঁকেই খুশি করার দরকার সব প্রশ্ন। কিন্তু আজকে বাস্তবে খুশি করার আয়োজন আর এক দামোদরের জন্য। তিনি শেঠ নন। কিন্তু সারা বিশ্বের এক ক্ষমতাশালী মানুষ। অথচ তিনি শেঠ নন, কিন্তু শেঠদের খুশি রাখার আয়োজনে ব্যস্ত। যদিও ও খুশি কোনো খাওয়ার প্রয়োজনে নয়। তাঁকে রক্ষা করার আয়োজনে। সেই রক্ষা করার আয়োজনে চাই বিলাসবহুল গাড়ি আর বিলাসবহুল বাড়ি। এটা না করলে শেঠ না হয়েও তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ হয়তো নাও হতে পারে। তাই তাঁর জন্য দুটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে যার এক একটির দাম সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। এত দামের বাড়ি গাড়ি বিলাসবহুল শুধু ই নয়, যে কোনো অবস্থাতেই তা ধ্বংস করে তার ব্যববহারকারীকে মারা যাবে না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন সেই ক্ষমতাবান মানুষটি হলেন নরেন্দ্র দামোদর মোদি। যদিও তিনি ক্ষমতাবান বিশ্বের চোখে, তিনি হলেন দেশের প্রধান সেবক, দেশ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। যদিও তিনি নিজেকে দেশের প্রধান চৌকিদার হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। একজন চৌকিদারের জন্য এত দামী গাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? এ কথাটা নিন্দুকেরা হয়তো বুঝতে পারছে। এমন ধ্বংসপ্রুফ বিসালবহুল গাড়িতে চৌকিদার ঘুরে বেড়ালে তবে ত মানুষকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। চৌকিদার যদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাহলে পাহারা দেবে কি করে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের প্রহরায় যিনি থাকেন তাঁর জন্য যদি এমন ব্যবস্থা হয় তাহলে তাঁর চৌকিদারিতেই কোনো ফাঁক ফোকর নেই ত। আপামর জনসাধারণের ভালবাসা থাকলে তারাই ত তাঁকে রক্ষা করবেন। কিন্তু না তিনি সে ভরসা রাখে না। দেশমন্দিরের প্রধান পুরোহিত না থাকলে মন্দির বাঁচে না। আবার মন্দির না বাঁচলে তাঁর মত দেশসেবক দেশ বাঁচাতে পারে না। আর এটা কেউ কেউ বুঝতে পারে না যে দেশসেবায় সকলে সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। এই মুহূর্তে হয়তো শ্রমিক খুশি নয়, কৃষক খুশি নয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ শেঠরা খুশি। আসলে তিনি চৌকিদার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর।। কিন্তু ছোট কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ যদি ৩০ কিলোমিটার হয়, তাহলে সেটা কেন্দ্র থেকে মাত্র ৪৪০ কিলোমিটার দূরত্বেই সেমাইকরণের প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে পারবে। তাই বড় বা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। তাই ঝাঁপ দিতে চাইলে বড় কৃষ্ণগহ্বর বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং।

এবার দেখা যাক, কৃষ্ণগহ্বরটার দিকে আরও এগিয়ে গেলে কী কী ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুটি মজার ঘটনা ঘটবে। প্রথমত, ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধের প্রায় তিন গুণ এলাকায় অ্যাক্রেশন ডিস্ক শেষ হয়ে যেতে দেখা যাবে। তারপর কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকের এলাকা প্রায় ফাঁকা। কারণ, কোনো কিছু এই বিন্দু ছাড়িয়ে গেলে সেটা দ্রুত ভেতরে ঢুকে যায়। এই বিন্দু থেকেই বেশির ভাগ বস্তু আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আরেকটা চমকপ্রদ ব্যাপার চোখে পড়বে। দেখা যাবে, চারপাশের স্থান বিপুলভাবে বেঁকে গেছে। আপনি তখন এমন এক বিন্দুতে থাকবেন, যেখানে মহাকর্ষ খুবই শক্তিশালী। তাই আলোর চলার পথও ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়ে যাবে, যা লক্ষ করার মতো। সেই অনুভূতি হবে লেন্সের ভেতর সাঁতার কাটার মতো। কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকের স্থান ব্যাপকভাবে বেঁকে যায়, তাই আলোর চলার পথও সেখানে সোজা মনে হবে না।

এরপর আরেকটু এগিয়ে গেলে ঘটতে থাকবে আরও উদ্ভট সব ঘটনা। কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় আড়াই গুণ দূরে পৌঁছালে কালো একটা বৃত্ত দেখতে পাবেন। একে বলা হয় কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া। কৃষ্ণগহ্বর আসলে তার নিজের আকারের চেয়ে বড় ছায়া ফেলে। কারণ, ঘটনা দিগন্তের ভেতর ঢুকে পড়া ফোটনগুলো আটকে ফেলার পাশাপাশি চারপাশ দিয়ে ছুটে চলা ফোটনগুলোর গতিপথেও বাঁকিয়ে ফেলতে পারে কৃষ্ণগহ্বর। এসব ফোটন একসময় মহাকর্ষীয় এই কূপের ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। তাই এসব আলোও আমরা দেখতে পাই না। কৃষ্ণগহ্বরের যত ভেতরে যেতে থাকবেন, এই ছায়াকে তত বড় মনে হতে থাকবে। আরও কাছে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে কৃষ্ণগহ্বর আরও আলো আটকে ফেলছে। সেটি না হলে এই আলোই হয়তো আপনার চোখে এসে আঘাত করত। আপনার দৃষ্টিসীমার প্রায় পুরোটাই দখল করে নিতে শুরু করবে এটি। এই জায়গায় এসে আপনার একটি সেলফি নেওয়ার শখ জাগতে পারে। কারণ, আপনার চারপাশে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাবে। মনে হবে, আপনি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে সেলফি তুলেছেন। কিন্তু আপনার আসলে আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি।

৩

কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় দেড় গুণ দূরে আরেকটা চমৎকার জায়গায় উপস্থিত হবেন আপনি। সেখানে আলোর ফোটনগুলো কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে দেখা যাবে। একেবারে নিখুঁত বৃত্তে ঘোরে এ ফোটন। আলোর কোনো ভর নেই। তাই বেঁকে যাওয়া স্থানের ভেতর দিয়ে চিরকাল এভাবেই কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘোরার সম্ভাবনা থাকে। তবে কোনো বিচ্যুতির কারণে আলোগুলো সর্পিলাকারে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর চলে যেতে পারে কিংবা চলে যেতে পারে বাইরের মহাকাশে। আলোর এই নিখুঁত বৃত্তে একটা কক্ষপথে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে দারুণ একটা সুযোগ পাবেন এখানে। এই জায়গায় এসে স্বচক্ষে নিজের মাথার পেছনটা দেখার বিরল সুযোগ পাবেন। তাই নিজের মাথার পেছন দিকটা দেখতে না পেয়ে এতকাল যাঁরা হা—হুতাশ করেছেন, এই জায়গা নিঃসন্দেহে তাঁদের পছন্দ হবে।

কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধের প্রায় দেড় গুণ দূরত্ব পেরিয়ে যাওয়ার পর আপনি এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছাবেন, যেখানে আলোও আর নিরাপদে ঘুরপাক খেতে পারে না। সে---ও কৃষ্ণগহ্বরে চিরকালের জন্য আটকা পড়ে যায়। এখান থেকে তাই আপনার আর বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখন শুধু একমুখী চলার পথ। আর পথটা আক্ষরিক অর্থেই কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে। এই জায়গায় এসে মনে হবে, কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মহাবিশ্বের দৃশ্য চোখের সামনে থেকে সরে যেতে থাকবে। এ সময় যদি পেছন ফিরে তাকান, তাহলে মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। মহাবিশ্বের এই দৃশ্যের উদ্ভট ব্যাপারটা হলো, এতে মহাবিশ্বের সবকিছুই থাকবে। এমনকি কৃষ্ণগহ্বরের পেছনের সবকিছুও। এই বিন্দুতে স্থান এতই বেঁকে থাকে যে মহাবিশ্বের সব প্রান্ত থেকে আসা আলো এখানে অসংখ্যবার ঘূর্ণি তৈরি করবে। এরপর সেটা আপনার মাথার পেছনে ও পাশে আঘাত করবে। সেই দৃশ্য দেখাবে অনেকটা মাছের চোখে দেখা বিশ্ব বা আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে দেখা দৃশ্যের মতো। কাজেই মহাবিশ্বের অসংখ্য সংস্করণ দেখতে পাবেন সেখানে, যা আপনার দৃষ্টিসীমায় পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

কৃষ্ণগহ্বরের আরও কেন্দ্রের দিকে যেতে থাকলে মহাবিশ্বের এই বাইরের জানালাটা সংকুচিত হতে থাকবে। তারপর কৃষ্ণগহ্বরের ছবিটাই মুখ্য হয়ে উঠবে। এরপর ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে যাবেন আপনি।

আপনি যখন কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দিলেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু বন্ধু থাকবেন, যাঁরা কাজটাকে ভাবেন স্রেফ পাগলামি। তাই আপনার পেছনেই থেকে যাবেন তাঁরা। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে গেলে ওই বন্ধুরা কী দেখতে পাবেন?

জানেন নিশ্চয়ই, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বমতে, মহাকর্ষ শুধু স্থানই নয়, সময়ও বাঁকিয়ে দেয়। কৃষ্ণগহ্বরের অতি শক্তিশালী মহাকর্ষও তাই সময়কে চরমভাবে বাঁকিয়ে দেবে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আরও বলে, অতি উচ্চগতি সময়কে ধীর করে দেয়। একইভাবে দানবীয় ভরের কোনো বস্তুও (যেমন কৃষ্ণগহ্বর) সময়কে ধীরগতির করে দিতে পারে। কাজেই আপনি কৃষ্ণগহ্বরের অনেক কাছে চলে গেলে আপনার বন্ধুরা দেখতে পাবেন যে আপনার সময় ধীরে বইছে। তাঁদের মনে হবে, আপনি খুবই খুবই ধীরগতিতে চলছেন। কৃষ্ণগহ্বরের যত কাছে যেতে থাকবেন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে তত ধীরগতিতে চলতে দেখবেন।

আবার এদিকে কৃষ্ণগহ্বরের যত কাছে যাবেন, বন্ধুদের কাছে আপনার ঘড়ির সময়ও তত ধীরে চলতে থাকবে। তাঁদের চোখে, একসময় আপনার ঘড়ির সময় এতই ধীরে বইবে যে তাঁদের মনে হবে, আপনি বোধ হয় সময়ের ভেতর জমে গেছেন। আসলে বাইরের বিশ্বের চোখে আপনি চিরকাল ওভাবেই ঝুলে থাকবেন। বাইরের কেউই আপনাকে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কখনোই পড়তে দেখতে পাবে না। কারণ, বাইরের চোখে, আপনার জন্য সময় জমে যাবে এবং আপনার ছবিখানা কৃষ্ণগহ্বরের পৃষ্ঠতলে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখানেই খোদাই হয়ে থাকবে চিরকাল। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপনার পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য বাইরের কোনো পর্যবেক্ষককে অসীম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে।

এই বন্ধুরা নিঃসন্দেহে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ আর সেরা। কিন্তু তাঁদেরও নিজস্ব জীবন আছে। বাকি জীবনটা তাঁদেরও বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফিরে আসার আশা বাদ দিয়ে সেখান থেকে একসময় তাঁরা চলে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। যাওয়ার আগে যদি স্মৃতি হিসেবে আপনার শেষ ছবিটা তুলতে চান, তাহলে সেখানে আপনাকে অস্পষ্ট আর লালচে দেখা যাবে। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ সেখানকার ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো প্রসারণের মাধ্যমে রূপান্তরিত করবে অবলোহিত আলোয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন, বন্ধুদের চমকে দিতে যদি নাটকীয়ভাবে কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেন, তাহলে খুব একটা লাভ নেই।

৪

ওদিকে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপনার আসলে কী ঘটছে? বন্ধুদের চোখে আপনি সময়ের ভেতর জমে যাওয়া মানুষ হলেও বাস্তবে কিন্তু ঘটছে উল্টো ঘটনা। তখন আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্র বরাবর। যেন চরম বন্য গতির কোনো রোলার কোস্টারের যাত্রী।

মনে রাখতে হবে, সময় আপনার জন্য তখনো স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষ্ণগহ্বরমুখী যাত্রাটা বেশ স্বাভাবিক গতিতে ঘটছে বলে মনে হবে। আপনি ক্রমে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেও বাইরের মহাবিশ্ব ভাববে, সেটা কখনো ঘটেনি। তাই ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে গেলে কী ঘটে, পদার্থবিদেরাও এ সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না। তাঁদের বিশ্বাস, খুব বেশি ঘটনা এখানে ঘটে না। চূড়ান্ত সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর বাইরের মহাবিশ্বের দৃশ্য সংকুচিত হতে হতে একটি ক্ষুদ্র থেকে আরও ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছাবে। এরপর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে আপনার চারপাশের সবকিছু। তখন একমাত্র যে আলোর উৎস দেখা যাবে, সেটি হলো, গোটা মহাবিশ্বের দৃশ্যের ওই অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। অন্তত কিছু একটা তো আছে। তাত্ত্বিকভাবে, ঘটনা দিগন্তে আসলে কিছুই নেই। সেখানে কোনো বেড়া বা দেয়াল বা কোনো বলক্ষেত্র বা কোনো মহাজাতিক সিকিউরিটি গার্ডসহ কোনো গেটকিছুই নেই। এটা এমন একটি জায়গা, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। এটাই সেই না ফেরার দেশের শুরু।

কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর স্থান এতই বেঁকে যায় যে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ থাকে না। আপনি যত জোরেই যাওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, স্থান-কাল সেখানে একমুখী। কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে সময় একমুখী (মানে সামনের দিকে চলে)। কিন্তু ঘটনা দিগন্তের ভেতরে স্থানও একমুখী (শুধু ভেতরের দিকে যাওয়া যায়)। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর সবকিছুই তার গভীরে টানছে।

এই সময় যদি বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জোর চেষ্টা চালান, তাহলে সেটা কেন্দ্রে যাওয়াটাকেই আরও ত্বরান্বিত করবে। কাজেই সে চেষ্টা বাদ দেওয়াই ভালো। তার চেয়ে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরটা কেমন, তা চোখ বুলিয়ে দেখে নিতে পারেন। কারণ, বিজ্ঞানীরা এখনো এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অবশ্য সে চেষ্টা করেও খুব বেশি লাভ নেই। কারণ, সেখানে তো আলোর কোনো উৎসও নেই। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরটা সম্পর্কে আপনি যদি মহান কোনো আবিষ্কার করেও ফেলেন, তারপরও সেটা আপনার স্বজাতিকে কখনো বোধ হয় জানাতে পারবেন না।

কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে চিন্তা করা যায় কি না, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা। কারণ, শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য দেহের ভেতর রক্ত, তথ্য এবং রাসায়নিক আয়নগুলোর সবদিকে চলাচল জরুরি। আপনার দেহের রক্ত আর নিউরন যদি শুধু কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে বেঁচে থাকলেও আপনার চেতনা কি তখনো বহাল থাকবে?

আবার ঘটনা দিগন্তের ভেতরে স্থান আর কালের চেহারাটা কেমন, তা---ও জানা নেই আমাদের। তাই সেখানে কী ঘটে, বলা মুশকিল। মহাকর্ষ নিয়ে মানবজাতির সেরা আবিষ্কার আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শুধু কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে ভালোভাবে কাজ করে। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে ক্ষুদ্র পরিসরে তা অকার্যকর। কারণ, সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিকসকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আসলেই অকার্যকর কি না কিংবা কিছুটা সঠিক কি না, তা---ও আমরা নিশ্চিত জানি না।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যদি সেখানে সামান্য হলেও সঠিক হয়, তাহলে এর সমীকরণ থেকে আমরা যেসব তথ্য পাই, তা মোটেও সুখকর নয়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের যত কাছে যাবেন, মহাকর্ষ তত বেশি শক্তিশালী হতে থাকবে। আপনি দ্রুত থেকে আরও দ্রুত বেগে কেন্দ্রের দিকে ছুটতে থাকবেন। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহ্বর আছে, সেখানে পড়ে গেলে কেন্দ্রে পৌঁছাতে আপনার সময় লাগবে মাত্র ২০ সেকেন্ড। অবশ্য কেন্দ্র পর্যন্ত আপনার পৌঁছানোর কথা নয়। তার অনেক আগেই স্প্যাগেটিফিকেশন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এখন কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর যদি আপেক্ষিকতা একদমই কাজ না করে, তাহলে আপনার ভাগ্যে কী ঘটতে পারে? এ ক্ষেত্রে আর তত্ত্ব কাজ করে না, তার জায়গা দখল করে কল্পনা। বিজ্ঞানীসহ বিশেষ করে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখকদের জন্য খুবই প্রিয় একটা বিষয় সেটা। এই দলের মতে, ঘটনা দিগন্ত পার হওয়ার পর মজার মজার সব ঘটনা ঘটতে পারে। কিছু পদার্থবিদের অনুমান, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর একেবারে আলাদা এক মহাবিশ্ব রয়েছে। কাজেই ঘটনা দিগন্ত পেরিয়ে নতুন একটা মহাবিশ্বে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে! কে জানে সত্যি কি না!

আরেক দলের অনুমান, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর কোনো ওয়ার্মহোলের সংযোগ থাকতে পারে, যেটা মহাবিশ্বের আরেকটা প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে ওয়ার্মহোলের ওই প্রান্তে কী আছে? বিজ্ঞানীদের অনুমান, সেখানে হয়তো কোনো হোয়াইট হোল বা শ্বেতগহ্বর থাকতে পারে। মানে কৃষ্ণগহ্বরের ঠিক বিপরীত চরিত্রের মহাজাগতিক বস্তু। কৃষ্ণগহ্বর যেমন সবকিছু নিজের কেন্দ্রে টেনে নেয়, শ্বেতগহ্বর তেমনি সবকিছু বাইরে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। আর ওই সব বস্তু আসে কৃষ্ণগহ্বর থেকে। কাজেই ভাগ্য ভালো থাকলে, এমন কোনো শ্বেতগহ্বর দিয়ে আবারও মহাবিশ্বে বেরিয়ে আসা যাবে হয়তো। আপনি মারা যান বা বেঁচে থাকুনভাগ্যে যেটাই ঘটুক না কেন, আপনি যে মহাবিশ্বের অনেক গোপন রহস্য জেনে যাবেন, তাতে সন্দেহ নেই! সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হবে আপনার মহান হাত দিয়েই। কিংবা নতুন কোনো মহাবিশ্বও আবিষ্কৃত হতে পারে। তাহলে আপনিই হবেন দুঃসাহসিক মহাজাগতিক কলম্বাস! কিন্তু দুঃখের ব্যাপারটা হলো, এসব গোপন রহস্য চিরকাল গোপনই থেকে যাবে। সে কথা কাউকেই বলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়তো পাবেন না কোনো দিন! জীবনানন্দের ভাষায়, 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।' ***সমাপ্ত***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পূর্ব চিনের শানডংয়ে ৫.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প, আহত কমপক্ষে ২১ জন

বেজিং, ৬ আগস্ট (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব চিনের শানডং প্রদেশ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার ভোররাত ২.৩৩ মিনিট নাগাদ শানডং প্রদেশের দেঝো শহরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২১ জন আহত হয়েছেন। চিনের স্টেট কাউন্সিলের ভূমিকম্প ত্রাণ সদর দফতরের কার্যালয় এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক ভূমিকম্পের পর লেভেল-৪ জরুরী প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলে ৭৪টি ভবন ভেঙে পড়েছে। তবে, পরিবহন, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকই ছিল। এই অঞ্চলে তেল এবং গ্যাস পাইপলাইনে কোনও রকম লিকের ঘটনা ঘটেনি। ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে নির্দেশনার জন্য শানডং প্রদেশে একটি জরুরি ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে।

আর্চারিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্রের ওজস দেওতালে

বার্লিন, ৬ আগস্ট (হি.স.): বার্লিন আর্চারি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের তীরন্দাজিদের জয়জয়কার। রবিবার এই চ্যাম্পিয়নশিপে দু'জন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেল ভারত। বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের কম্পাউন্ড বিভাগে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েন অদিতি স্বামী। আর পুরুষদের বিভাগে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের ছেলে ওজস পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগে সোনা জিতেছেন।

ওজস টানটান উত্তেজনার মধ্যে ফাইনালে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে দেন পোল্যান্ডের লুকাজ প্রিজিবিলস্কিকে। কম্পাউন্ড বিভাগে ১৫০ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতেন ওজস। বার্লিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ওজসের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ভারতীয়রা।

জ্ঞানবাপী মসজিদে তৃতীয় দিনে পড়ল এএসআই-এর সমীক্ষা, নিরাপত্তা আরও জোরদার

বারাণসী, ৬ আগস্ট (হি.স.): বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে রবিবার তৃতীয় দিনে পড়ল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'-র কাজ। বিগত দু''দিনের মতো রবিবারও জ্ঞানবাপী মসজিদের বাইরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। জ্ঞানবাপী মামলায় হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুভাষ নন্দন চতুর্বেদী বলেছেন, 'আজ তৃতীয় দিনের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয়েছে, সমীক্ষার কাজে যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হবে।'

হিন্দু পক্ষের অপর আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠী বলেন, 'রবিবার সমীক্ষার তৃতীয় দিন। গতকাল ডিজিপিএস-সহ বেশ কয়েকটি মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আজ রাডার ব্যবহার করা হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সমীক্ষায় সন্তুষ্ট এবং মুসলিম পক্ষ আছে। কোনও অভিযোগ নেই এবং তারাও সহযোগিতা করছে।' জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্স সমীক্ষা মামলায় হিন্দু পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, 'গতকাল, পশ্চিম দেওয়াল নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। পশ্চিম দেওয়াল থেকে ব্যারিকেডিং পর্যন্ত এলাকার ঘাস সরানো হয়েছে। ''তাহখানা'' পরিষ্কার করা হয়েছে এবং নিষ্কাশন ইনস্টল করা হচ্ছে। আমি কেন্দ্রীয় গম্বুজের নীচে একটি ফাঁপা শব্দ নির্দেশ করেছিলাম, এটি তদন্ত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজের পাশে একটি এলাকা, যা কৃত্রিমভাবে আচ্ছাদিত করা হয়েছে, তাও নির্দেশ করা হয়েছিল। তাই, তদন্ত চলছে।'

৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ উঠল নূহ-তে

নূহ, ৬ আগস্ট (হি.স.): শান্তি এখনও সেভাবে ফেরেনি হরিয়ানার নূহ-তে। জেলাজুড়ে এখনও ভীতি রয়েছে মানুষের মধ্যে, লাগাতার কারফিউর জেরে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারছিলেন সাধারণ মানুষ। তাই রবিবার ৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে নূহ-তে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। এই সময়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মানুষজনকে। নূহ সবজি মান্ডিতে স্বল্প হলেও মানুষের ভিড় দেখা গিয়েছে, সবজি ও ওষুধ কিনে পুনরায় বাড়িতেই ফিরে যান মানুষজন।

নূহ-তে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার প্রেক্ষিতে এমনিতেই বন্ধ করা হয়েছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। এবার সেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সময়কাল বাড়ানো হয়েছে। নতুন জারি করা নির্দেশিকাতে এবার ৮ আগত পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি শোভাযাত্রাকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নূহ, হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র।

এদিকে, রবিবার নূহ জেলায় একটি হোটেল তথা রেস্তোরাঁ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই হোটেলটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক হিংসার সময় গুন্ডারা এখান থেকেই পাথর ছুড়েছিল। জেলা শহর পরিকল্পনাবিদ ভিনেশ কুমার বলেছেন, 'বিল্ডিংটি সম্পূর্ণ অননুমোদিত ছিল এবং এটি সরকার এবং বিভাগ দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আজ এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এটি একটি হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ এবং সম্পূর্ণ অননুমোদিত। গুণ্ডারা এখন থেকে পাথর ছুঁড়েছিল, তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ৬ আগস্ট (হি.স.): সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। রবিবার ভোরে পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। এই দলে রয়েছেন ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রী। ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রীর ব্যাচ রবিবার ভোরে জম্মু থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহার অভিমুখে বালতাল এবং পেহেলগাঁও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এই ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ১,৩০৩ জন হলেন পুরুষ, ২৫২ জন মহিলা, ৭টি শিশু, ৫১ জন সাধু ও ১৩ জন সাধ্বী।

গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, এযাবৎ ৪ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় হল, অমরনাথ যাওয়ার পথে এখনও পর্যন্ত ৩৬ জন পুণ্যার্থী মারা গিয়েছেন।

মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে নাশকতার হুমকি, কন্টোল রুমে ফোন পেয়েই অতি সক্রিয় পুলিশ

মুম্বই, ৬ আগস্ট (হি.স.): 'মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে হবে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ', লোকাল ট্রেনে একের পর এক বিস্ফোরণ হবে বলে হুমকি এসেছে কন্টোল রুমে। বান্দ্রা থেকে থানে, ঘাটকোপার থেকে ভাসি-সব জায়গায় লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হবে। মুম্বই পুলিশের কন্টোল রুমে এমনই হুমকি ফোন এসেছে। মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে এলাকা থেকে থেকে করা হয়েছিল এই হুমকি ফোন। এই হুমকি দেওয়ার পর মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ করে দেয় সেই কলার। হুমকি দেওয়াটা ভুয়ো ফোন হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। রবিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, 'পুলিশ কন্টোল রুম এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি হুমকি ফোন এসেছে। সে পুলিশকে বলেছে, মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটবে। ফোন কলার দাবি করেছে, সে ভিলে পার্লে এলাকা থেকে কথা বলছে এবং তারপরে নিজের ফোন বন্ধ করে দেয়। পুলিশ তদন্ত করছে।

রেলের আশ্বাসে অবরোধ উঠল মুরারই স্টেশনে, দীর্ঘ বিক্ষোভে যাত্রী ভোগান্তি চরমে

বীরভূম, ৬ আগস্ট (হি.স.): রেলের তরফে আশ্বাস মিলতেই বীরভূমের মুরারই স্টেশনে উঠল ট্রেন অবরোধ কর্মসূচি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষার পর চলতে শুরু করেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-সহ বিভিন্ন ট্রেন। তবে, দীর্ঘ বিক্ষোভে যাত্রী ভোগান্তিও উঠেছে চরমে। এরইমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর ''দাদাগিরি''ও দেখল বীরভূম। মুরারই স্টেশনে প্যানেল রুম থেকে রেলের কর্মীকে বার করে দেন এক তৃণমূল নেত্রী। ফাল্গুনী সিনহা নামে ওই নেত্রী সদ্যসমাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুরারই-১ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই, বহিঃপ্রকাশ হল রবিবার সকালে। রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জেরে বীরভূমে মুরারই রেলস্টেশনে আটকে যায় একাধিক ট্রেন। যার জেরে রবিবার সকাল থেকে যাত্রি ভোগান্তি শুরু হয়। বিক্ষোভের জেরে নলহাটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে নলহাটি জংশনে দাঁড়িয়ে ওই এক্সপ্রেস ট্রেনটি। ট্রেনের স্টপেজ বৃদ্ধি-সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে মুরারই স্টেশনে রেললাইনে বসে রবিবার বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। 'মুরারই নাগরিক কমিটি' নামে ওই সংগঠনের অবরোধের ফলে সকাল থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আটকে পড়ে নলহাটি জংশনে। পাশাপাশি, মুরারই স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেবগঞ্জ-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, করোনার সময় থেকে মুরারই স্টেশনে বেশ কিছু ট্রেনের স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়।

তার পর থেকে বেশির ভাগ ট্রেনই ওই স্টেশনে দাঁড়ায় না। কিন্তু ওই স্টেশন থেকে বহু নিত্যযাত্রীর ট্রেন ধরার থাকে। দিনের পর দিন যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে তাঁদের। এ নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। যাইহোক রেলের আশ্বাস পাওয়ার পর, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষার পর চলতে শুরু করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-সহ বিভিন্ন ট্রেন।

আগের তুলনায় আরও একটু ভালো আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণের মাত্রা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): আগের তুলনায় আরও একটু ভালো আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৭৯ বছর বয়সী বুদ্ধদেবের শরীরে সংক্রমণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রবিবার সকালে উডল্যান্ডস হাসপাতালের পক্ষ থেকে মেডিকেল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরি সাপোর্টে রয়েছেন। তিনি সজাগ আছেন এবং চিকিৎসকদের কথাবার্তায় সাড়া দিচ্ছেন। যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁদেরও সাড়া দিচ্ছেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির 'বাইপ্যাপ সাপোর্ট'ও ক্রমশ মানিয়ে নিচ্ছেন বুদ্ধদেব, যা স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। শনিবার বেশ কিছু সময়ের জন্য তাঁকে বাড়ির 'বাইপ্যাপ সাপার্টে'ই রাখা হয়েছিল। রাতে অবশ্য হাসপাতালের 'বাইপ্যাপ সাপার্টে' রাখা হয়। স্যালাইনের নল খোলা হলেও এখনও রাইল''স টিউবের মাধ্যমেই খাওয়াদাওয়া করানো হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। সার্বিকভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব এখন ভালোই আছেন।

বিক্ষোভের জেরে নলহাটিতে থমকে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বীরভূমে বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

বীরভূম, ৬ আগস্ট (হি.স.): ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই, বহিঃপ্রকাশ হল রবিবার। রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জেরে বীরভূমে মুরারই রেলস্টেশনে আটকে গেল একাধিক ট্রেন। যার জেরে রবিবার সকাল থেকে যাত্রি ভোগান্তি শুরু হয়েছে। বিক্ষোভের জেরে নলহাটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে নলহাটি জংশনে দাঁড়িয়ে ওই এক্সপ্রেস ট্রেনটি।

ট্রেনের স্টপেজ বৃদ্ধি-সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে মুরারই স্টেশনে রেললাইনে বসে রবিবার বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। 'মুরারই নাগরিক কমিটি' নামে ওই সংগঠনের অবরোধের ফলে সকাল থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আটকে পড়ে নলহাটি জংশনে। পাশাপাশি, মুরারই স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেবগঞ্জ-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেন। বিক্ষোভের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও বিক্ষোভ ওঠেনি।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, করোনার সময় থেকে মুরারই স্টেশনে বেশ কিছু ট্রেনের স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়। তার পর থেকে বেশির ভাগ ট্রেনই ওই স্টেশনে দাঁড়ায় না। কিন্তু ওই স্টেশন থেকে বহু নিত্যযাত্রীর ট্রেন ধরার থাকে। দিনের পর দিন যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে তাঁদের। এ নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ।

হিমাচলের লাহৌল ও স্পিতিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের, আহত আরও দু''জন

শিমলা, ৬ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের লাহৌল ও স্পিতি জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু''জন। রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ভোরে লাহৌল ও স্পিতি জেলার লিংটি কাজা গ্রামে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে উল্টে যায়। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। আহত হয়েছেন আরও দু''জন।

মৃতদের নাম-তাশি চেরিং (৫৭), ধরম সিং (৪৫) এবং লক্ষ্মণ গারথি। পুলিশ জানিয়েছে, সকলেই নেপালের বাসিন্দা। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে হতাহতদের পরিজনকে খবর দেওয়া হচ্ছে।

মা হলেন অভিনেত্রী ইলিয়ানা, জন্মের পাঁচ দিনের মাথায় প্রকাশ্যে সদ্যোজাতের ছবিও

মুম্বই, ৬ আগস্ট (হি.স.): মা হলেন ইলিয়ানা ডি'ক্রুজ। গত ১ আগস্ট পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে এই খুশির খবর ভাগ করে নেন তিনি। ছেলের নাম রেখেছেন কোয়া ফিনিক্স ডোলান। ইনস্টাগ্রামে ইলিয়ানা লিখেছেন, "কোনও শব্দ দিয়ে আমাদের খুশির বর্ণনা করা যাবে না। পৃথিবীতে স্বাগত পুত্র।" গত ১ আগস্ট নায়িকা জন্ম দিয়েছেন পুত্র সন্তানের। জন্মের পাঁচ দিনের মাথায় সদ্যজাতের ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নতুন মা। একরত্তির সঙ্গে পরিচয় করালেন ভক্তদের। ছেলের কী নাম রেখেছেন তাও জানালেন।

বিয়ের আগেই মা হয়েছেন ইলিয়ানা ডিক্রুজ। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খুশি তিনি নিজেই গর্ব করে জানিয়েছেন সকলকে। গত এপ্রিল মাসে নায়িকা জানিয়েছিলেন তিনি মা হতে চলেছেন। আসন্ন সন্তানের বিষয়ে শুরু থেকেই কোনও রাখঢাক রাখেননি তিনি। বরং গর্ভবস্থার প্রতিটা ধাপে নিজের অনুভূতি শেয়ার করেছেন নিজের ভক্তদের সঙ্গে। উপভোগ করেছেন প্রতিটা মুহূর্ত।

যদিও বিয়ে না করে ইলিয়ানার মা হওয়ার বিষয়টা ভালো চোখে দেখেননি অনেকেই।

গর্ভাবস্থায় উঠেছিল নানা প্রশ্ন। সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। সেই সমস্ত কটাক্ষ, সমালোচনায় কর্ণপাত করেননি তিনি।

বরং নিজের গর্ভবস্থা চুটিয়ে উপভোগ করেছেন।

বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের দিকে, বিশ্বব্যাপী দেশের মর্যাদা বাড়ছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের দিকে, বিশ্বব্যাপী দেশের মর্যাদাও বাড়ছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। এর পিছনে দু''টি প্রধান কারণ রয়েছে, প্রথমত-ভারতীয়রা প্রায় ৩০ বছর পর পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার এনেছে, দ্বিতীয়ত-পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং চ্যালেঞ্জগুলির স্থায়ী সমাধানের জন্য ক্রমাগত কাজ করেছে।' রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ''অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প''-র অধীনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় দেশের বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে বিরোধীদের একটি অংশ এখনও পুরনো পন্থা অনুসরণ করছে। তাঁরা নিজেরাও কিছু করবে না এবং অন্য কাউকেও কিছু করতে দেবে না...দেশ একটি আধুনিক সংসদ ভবন তৈরি করেছে। সংসদই দেশের গণতন্ত্রের প্রতীক।এতে শাসক পক্ষের পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের এই অংশটি নতুন সংসদ ভবনের বিরোধিতা করেছে। আমরা কর্তব্য পথের পুনর্নির্মাণ করেছি, কিন্তু তারা তারও বিরোধিতা করেছে। ৭০ বছর ধরে তাঁরা দেশের সাহসীদের জন্য একটি যুদ্ধ স্মারকও নির্মাণও করেনি। আমরা যখন জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ তৈরি করি, তখন তাঁরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লজ্জা বোধ করেনি।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং। প্রত্যেক ভারতীয় এটি নিয়ে গর্বিত। কিন্তু কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বড় নেতারা কখনও মূর্তি পরিদর্শন করেননি... কিন্তু নেতিবাচক রাজনীতির ঊর্ধে উঠে আমরা একটি মিশন হিসেবে ইতিবাচক রাজনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছি।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চিংড়ির পকোড়ায় জমে যাবে কফির আসর

বর্ষাকাল মানেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়া আর ধোঁয়া ওঠা গরম কফি, নিদেন পক্ষে চা। জানলার ধারে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার অনুভূতিই আলাদা। তবে বাঙালি বিনা অনুপানে চা-কফি খেতে ভালবাসে না। সঙ্গে বিস্কুট, চানাচুর থাকেই। তবে বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে করে। চপ, শিঙাড়া তো খাওয়া হয়ই, তবে নতুন স্বাদের কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন চিংড়ি মাছের পকোড়া। রইল প্রণালী। উপকরণ: কুচো চিংড়ি: ১ কাপ কর্নফ্লাওয়ার: আধ কাপ ডিম: ২টি ময়দা: আধ কাপ আদা: ১ চা চামচ রসুন বাটা: ১ চা চামচ তিল: ১ চা চামচ ধনেপাতা বাটা: ৩ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ পুদিনা পাতা: বাটা আধ কাপ ভিনিগার: ২ টেবিল চামচ সোয়া সস: ৩ টেবিল চামচ নুন: সামান্য তেল: পরিমাণ মতো প্রণালী: চিংড়ি মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ এবং সমস্ত মশলা মাখিয়ে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখুন। এ বার অন্য একটি পাত্রে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার এবং ডিম একসঙ্গে ফেটিয়ে একটি ব্যাটার বানিয়ে নিন।

কড়াইয়ে তেল গরম করে নিন ভাল করে। তেল থেকে ধোঁয়া উঠলে মশলা মাখানো চিংড়িগুলি ব্যাটারে ডুবিয়ে তেলে ছাড়ুন। লালচে করে ভেজে নিন। কফি বা চায়ের সঙ্গে গরম গরম চিংড়ির পকোড়া থাকলে বর্ষাভেজা সন্ধেটা জমে যাবে।

চা পাতা ফেলে দেন? বহু সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে এতে

বাঙালি বাড়িতে নিয়ম করে সকাল, বিকাল চায়ের আসর বসে। এক কাপ গরম চায়ে যেন লুকিয়ে থাকে শরীর এবং মনের চাঙ্গা থাকার রহস্য। দিনে কয়েক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু চা করার পর কি চায়ের পাতা ফেলে দেন? সাধারণত অনেকেই তা করেন। চা পাতারও যে গুণ রয়েছে, তা অনেকেই জানেন না। চা পাতার রয়েছে বহুমুখী উপকারিতা।

তা জেনে নিলে চা পাতা ফেলে দেওয়ার আগে দু'বার ভাববেন।

গাছের সার

বাগানের শখ রয়েছে? দোকান থেকে কিনে আনা সারের উপরেই কি কেবল ভরসা করলে চলবে? ফোটানো চায়ের পাতাও কিন্তু হতে পারে দারুণ সার। চায়ের পাতা রোদে শুকিয়ে তার পর গাছের গোড়ায় সার হিসেবে ব্যবহার করুন।

কন্ডিশনার হিসাবে

শ্যাম্পু করার পর ঠিক মতো কন্ডিশনিং না করলে চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। সব সময়ে দোকান থেকে কেনা কন্ডিশনার না লাগিয়ে প্রাকৃতিক কন্ডিশনার দিয়েও চুলের যত্ন নিতে পারেন। এই রকমই একটি প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হল চা পাতা। ফোটানো চায়ের পাতা সিদ্ধ করে নিন। শ্যাম্পু করার পর সেই জল দিয়ে ধুয়ে নিলে চুল মোলায়েম হয়ে উঠবে।

জুতোর দুর্গন্ধ তাড়াতে

ঋতু বদলের সময়ে জুতো থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে? তা থেকে নিস্তার পেতে গ্রিন টিতে ভরসা রাখুন। গ্রিন টির পাতা জুতোর ভিতরে এক দিন রাখলেই গন্ধ দূর হবে।

মাটি থেকে পা তুলতে পারেন না এমন সমস্যা কেন হয় জানেন?

বাড়িতে অনেক বয়স্ক মানুষই পা টেনে চলেন। একটু খুঁজলেই আশপাশের এমন অনেক মানুষকেই দেখতে পাবেন, যাঁরা পায়ের পাতা মাটি থেকে তুলতে পারেন না। টেনে টেনে চলতে হয়। সারা ক্ষণ মাটির সঙ্গে পা ঘষার আওয়াজও পাওয়া যায়। চিকিতা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর নাম "ড্রপ ফুট"। অবশ্য একে কোনও রোগের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

তবে কোনও ব্যক্তির শারীরিক কাঠামো, পেশি বা স্নায়ুর সমস্যা থাকলে এমন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ১) ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ু: চিকিৎসকেরা বলছেন, ড্রপ ফুট হওয়ার প্রধান কারণই হল পায়ের পেরোনিয়াল স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। মাটি থেকে পায়ের পাতা তুলতে সাহায্য করে এই স্নায়ু। পায়ে কোনও ভাবে আঘাত লাগার ফলে বা স্ট্রোকের পর সাধারণত এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। ২) পেশির সমস্যা পেশির ডিস্ট্রোফি, পোলিয়ো, অ্যামিয়োট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস এবং পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির মতো রোগ পায়ের পেশি দুর্বল করে দেয়। ফলে ড্রপ ফুটের মতো সমস্যা হতে পারে। ৩) মেরুদণ্ডের সমস্যা

চিকিতকেরা বলছেন, দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে যে স্নায়ুগুলি, তা অকেজো হয়ে যায় বড়সড় কোনও আঘাত লাগলে। মেরুদণ্ডে আঘাত লাগলেও এমন সমস্যা হতে পারে। কী ভাবে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ১) নিয়মিত শরীরচর্চা, ফিজিয়োথেরাপির মাধ্যমে দেহের সমস্ত স্নায়ু সচল রাখতে পারলে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়। ২) স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে, এমন কোনও ভঙ্গিতে বেশি ক্ষণ ধরে না বসা। ৩) দুর্ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে কারও কিছু করার থাকে না। তবে শরীরের ভারসাম্যের অভাবে যদি কেউ বার বার পড়ে যান। সে ক্ষেত্রে সমস্যা এড়ানো যাবে না।

রেস্তরাঁয় খুদেদের জন্য বড় চমক

বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে রেস্তরাঁয় খেতে যাওয়ার আগে দু'বার ভাবতে হয়। বাবা-মা তাঁদের মনপসন্দ খাবার অর্ডার করলেও সন্তানদের কী খাওয়াবেন বুঝতে পারেন না। তা ছাড়া শিশুর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বাইরের খাবারও কম খাওয়ান অভিভাবকেরা। রেস্তরাঁর খাবার মানেই তো যথেষ্ট পরিমাণে তেল-মশলাদার নানা পদ।

বাড়ির ডাল-ভাত খেতে না চাইলেও মুখরোচক সে সব খাবার অবশ্য সোনামুখ করে খেয়ে নেয় খুদেরা। কিন্তু সন্তানের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। আর তাই রেস্তরাঁয় গিয়েও চিন্তায় পড়েন বাবা-মায়েরা। অভিভাবকদের সেই চিন্তা দূর করতে এক নতুন প্রয়াস নিয়েছে চিনা খাবারের রেস্তরাঁ মেইনল্যান্ড চায়না"।

শুধুমাত্র বাচ্চাদের কথা মাথায় রেখেই তাদের পছন্দসই কিছু পদ থাকছে এই রেস্তরাঁয়। বড়রা জমিয়ে ভূরিভোজ করবেন আর বাচ্চারা বসে থাকবে তা তো হতে পারে না। খুদেরাও স্বাদ নেবে রকমারি নানা পদের। এবং তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বাচ্চাদের এই খাবারের জন্য আলাদা করে কোনও টাকা দিতে হবে না। সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরাই একমাত্র এমন সুযোগ পাবে। পরিবার প্রতি দু'জন খুদেকে যত্ন করে খাওয়াবে রেস্তরাঁ। তবে শনি-রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিনগুলিতে এই পর্বটি থাকছে না।

বাচ্চাদের খাওয়ানো একটা ঝক্কির ব্যাপার। বাবা-মায়েরাও নাজেহাল হয়ে পড়েন। তবে চাইনিজ খেতে পেলে অবশ্য হাসি ফোটে মুখে। বাচ্চাদের জন্য নির্ধারিত এই বিশেষ "ফাইন ডাইনিং"-এ থাকছে চিকেন ফ্রায়েড রাইস, বাটার গার্লিক নুডলস, ভেজ হাক্কা, চিলি পনির, ফিশ ফ্রাই, চিলি চিকেন, ক্রিসপি নুডলসের মতো রকমারি সব খাবার। বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই খাবার তৈরি হবে অলিভ অয়েলে। ডোবা তেলেও ভাজা হবে না কোনও খাবার। এই রেস্তরাঁর বেশ কয়েকটি শাখা শহরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সবগুলিতেই থাকছে এই সুযোগ।

অভিনব এই ভাবনা যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত তিনি রেস্তরাঁর কর্ণধার অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিদেশেও বাঙালি খাবার খাইয়ে মন জয় করে নিয়েছেন সেখানকার মানুষের। তবে এই নতুন উদ্যোগ অবশ্য শুরু হচ্ছে আপাতত কলকাতার রেস্তরাঁতেই। এ প্রসঙ্গে অঞ্জন বলেন, কলকাতায় আরম্ভ হল। আমার সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কলকাতাতেই শুরু হয়। ভাল সাড়া পেলে পরে বিদেশের রেস্তরাঁতেও হয়ত এমন কিছু করার পরিকল্পনা করব। তবে এখনই নয়।

নাইটক্রিম চেয়ে বেশি কার্যকরী

সারা দিনের বিপুল ব্যস্ততার ছাপ শুধু শরীরে নয়, ত্বকেও পড়ে। কিন্তু দায়িত্ব আর কাজের মাঝে ত্বকের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে না। আলাদা করে ত্বকের পরিচর্যায় সময় দিতে পারেন না অনেকেই। দীর্ঘ দিনের অবহেলা আর অযত্নে ত্বক ক্রমশ জেল্লা হারাতে থাকে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ত্বক যত্নে রাখা সহজ নয়।

বেশ কিছু নিয়ম মানতে হয় তার জন্য। কাজের চাপে রূপচর্চার নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে না পারলেও রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাজারচলতি নাইট ক্রিম ব্যবহার করেন অনেকেই। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। কারণ, নাইটক্রিমেও থাকে রাসায়নিক উপাদানের ছোঁয়া। তবে রাত্রিকালীন রূপচর্চায় বরং ভরসা রাখতে পারেন বাড়িতে তৈরি নাইটক্রিমে। ১)অলিভ অয়েল ও নারকেল তেলের মধ্যে একটা ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে মাখতে পারেন। ত্বক কোমল ও মসৃণ হবে।

২) এক চামচ অ্যালোভেরা জেল, এক চামচ ল্যাভেন্ডার অয়েল আর দু'ফোঁটা প্রিমরোজ অয়েল একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুখে মাখুন। এতে ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল হবে। ৩) গ্রিন টি এবং হোয়াইট টি, দু'টিতেই প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট আছে। যা ত্বককে অকালবার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করে। গোলাপের বীজ, কাঠবাদাম তেল, নারকেল তেল এবং সঙ্গে দু'রকম চা একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে তাতে আরও একটি কাচের পাত্রে রেখে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয় নাইটক্রিম।

সেঁকা বা গ্রিলড খাবার কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে? ভাজা খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। পেটের সমস্যা হলে তো কথাই নেই। অনেকেরই ধারণা বেশির ভাগ রোগের মূলে হল ভাজা খাবার। শরীরে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে তার অর্ধেকের কারণ হল তেল। এই যুক্তি যে একেবারেই ভুল তা নয়। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে যাঁরা গ্রিল্ড, সেঁকা বা বেক খাবার খান, তাঁরাও কি খুব নিরাপদে আছেন? চিকিৎসকেরা বলছেন, ভাজা ছাড়াও এমন অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্বাস্থ্যকর বলে মনে হলেও আদতে তা নয়।

১) প্যান ফ্রায়েড ভাজা খাবার খাচ্ছেন না। এদিকে বিকেল হলেই প্যান ফ্রায়েড মোমো খেয়ে ফেলছেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধরনের খাবারে অ্যাক্রেলামাইড নামক একটি রাসায়নিক থাকে। যার সঙ্গে ক্যানসার যোগ রয়েছে। ২) গ্রিল্ড খাবার ভাজা খাবারের তুলনায় গ্রিল্ড খাবারে ক্ষতি আশঙ্কা কম। তবে মাংসজাতীয় খাবার নিয়মিত গ্রিল্ড করে খেলে তা ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া এই ধরনের খাবার ডায়াবিটিস, স্থূলতা বাড়িয়ে দিতে পারে। ৩) পোড়ানো বা সেঁকা খাবার আগুনে মাংস পুড়িয়ে খাবার চল ছিল প্রস্তর যুগে। এখন যুগ বদলেছে। মুখের স্বাদের সঙ্গে রান্নার পদ্ধতিতেও বদল এসেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত সংক্রমণ বাড়িয়ে তোলার পিছনে পোড়ানো মাছ, মাংসের ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে এমন খাবার খাওয়ার ফলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চুল পরিচর্যায় শ্যাম্পু নয় ব্যবহার করতে পারেন রিঠা

মাথার ত্বকের ধরন এবং সমস্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শ্যাম্পু বাজারে এনেছে বিভিন্ন সংস্থা। কোনওটি চুল পড়ার জন্য, কোনওটি খুশকির জন্য, আবার কোনওটি চুলের জেল্লা ফিরিয়ে আনার জন্য। তবে আগেকার দিনে মা- ঠাকুরমাদের কাছে তো এত বিকল্প ছিল না। মাথা ধোয়ার জন্য তাঁরা ভরসা করতেন রিঠার উপর।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ না করে নিষ্প্রাণ চুলকে প্রাণবন্ত করতে সেই পুরনো পন্থায় ফিরে যাওয়াই ভাল। নামীদামি শ্যাম্পুর বদলে কেন ব্যবহার করবেন রিঠা? ১) মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখতে: শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গের মতো মাথার ত্বকও যথেষ্ট স্পর্শকাতর। তাই ক্ষারযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে দিক থেকে রিঠা নিরাপদ। ২) রাসায়নিক নেই: শুধু ক্ষার নয়, শ্যাম্পুতে অতিরিক্ত ফেনা হওয়ার জন্য, খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে নানা রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। রিঠাতে তেমন কোনও রাসায়নিক নেই। ৩) প্রাকৃতিক রং: রিঠার নিজস্ব একটি রং রয়েছে। যা পাকা চুল ঢাকতেও সাহায্য করে। তবে শুধু রিঠা ব্যবহার না করে মেহেন্দির সঙ্গে গুঁড়ো হিসেবে ব্যবহার করলে তার রং বোঝা যায়। চুলে কী ভাবে ব্যবহার করবেন রিঠা? রিঠা সাধারণত শ্যাম্পু হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। বড় একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে এক মুঠো রিঠা দিয়ে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ওই মিশ্রণ ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে চটকে নিতে হবে। তার পর পরিষ্কার একটি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে রিঠার অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিন। তার পর ওই মিশ্রণ দিয়ে শ্যাম্পুর মতো করেই মাথা ধুয়ে ফেলুন।

একটানা বসে কোমরে ব্যথা হলে আরাম পাবেন সহজেই

একটানা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থেকে কোমরে ব্যথা হচ্ছে। আবার অনেকেরই শরীর মুড়ে, পা বুকের কাছে রেখে ঘুমোনোর অভ্যাস। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁরাও অনেক সময় কোমরে ব্যথা অনুভব করেন। চিকিৎসকেরা বলছেন, বয়সজনিত কারণ ছাড়াও এমন নানা কারণে কোমরে ব্যথা হতে পারে। তবে ব্যথার ওষুধ বা ইঞ্জেকশন ছাড়াও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনলে এই ধরনের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

তবে এই কোমরের ব্যথা যদি দু'তিন দিনের মধ্যে না কমে, সে ক্ষেত্রে তা অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হলেও হতে পারে।

১) নিয়মিত শরীরচর্চা: কোমরের যন্ত্রণা শুরু হলে সেই সময় নড়াচড়া করাই মুশকিল হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, একটু কষ্ট করে যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন, স্ট্রেচ করা যায়, আরাম মিলবে। ব্যথা কমলে সাঁতার বা এরোবিক্সও করা যেতে পারে। তবে এক দিনেই ফল মিলবে এমনটা আশা করা যায় না। নিয়মিত করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২) ঠান্ডা, গরম সেঁক: চোট বা আঘাত লেগে যদি কোমরে ব্যথা হয়, সে ক্ষেত্রে বরফের ঠান্ডা সেঁক দিয়ে থাকেন অনেকে। যা রক্ত জমাট বাঁধা, প্রদাহের মতো সমস্যায় আরাম দেয়। অন্য দিকে গরম সেঁক রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। ৩) মন ভাল রাখা: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথার সঙ্গে মানসিক চাপ বা অবসাদের যোগ রয়েছে। তাই সবার আগে মনের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কোমরে ব্যথা নিয়ে আসা ১০ জনের মধ্যে ৩ জনের কোমরে ব্যথার কারণ হল অবসাদ। ৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ঘুমের সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ জড়িয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘুম কম হলে কোমরের ব্যথা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু সারা দিন কাজ করার পর এই সময়েই শিথিল হয়ে পড়ে। পরের দিনের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘুমের মধ্যেই। তাই সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি।

৫) দেহের ভঙ্গি বদল: সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর বিছানায় পিঠ দেওয়া মাত্রই কী ভাবে শুয়ে আছেন, সে খেয়াল থাকে না অনেকের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শোয়ার ভুলেও অনেক সময়ে কোমরের উপর চাপ পড়ে। তাই সঠিক ভাবে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। একই ভাবে টেবিল-চেয়ারে বসার সময়েও মেরুদণ্ড সোজা করে বসার চেষ্টা করতে হবে।

বর্ষায় চুল ঝরে পড়া বন্ধ করতে পারে হেঁশেলের সর্ষের তেল

গরম তাপ বা রাসায়নিক দিয়ে চুলে কোনও দিন কায়দা করেননি। কিন্তু রাসায়নিক দেওয়া শ্যাম্পু তো ব্যবহার করতেই হয়। দীর্ঘ দিন ধরে সেই সব প্রসাধনী ব্যবহার করেই হয়তো চুলের কালচে রং বদলে কেমন যেন লালচে হয়ে গিয়েছে। চুলে হাত দিলে মসৃণতার অভাবও টের পাচ্ছেন। বাজার থেকে কেনা অনেক তেলই ব্যবহার করে দেখেছেন।

কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সমস্যায় কাজে আসতে পারে সর্ষের তেল। তবে, তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে পানপাতা, কালোজিরে এবং মেথি।

চুলের গোড়া মজবুত করতে বিশেষ এই তেল তৈরি করবেন কী ভাবে?

১) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করতে দিন। কিন্তু আঁচ একেবারে কম করে রাখতে হবে। লোহার কড়াই জোগাড় করতে পারলে আরও ভাল।

২) এ বার তেলের মধ্যে পানপাতা, ১ চামচ কালো জিরে এবং ১ চামচ মেথি দিয়ে দিন।

৩) সমস্ত উপকরণ ফুটতে দিন কিছু ক্ষণ। সমানে নাড়তে থাকুন।

৪) ধীরে ধীরে সর্ষের তেলের রং বদলে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন।

৫) ওই অবস্থায় রেখে দিন কিছু ক্ষণ। ঠান্ডা হলে ছেঁকে কাচের শিশিতে ভরে রেখে দিন।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই তেল?

এই তেল মাখার আগে সামান্য গরম করে নিতে পারেন। তুলো দিয়ে পুরো মাথার ত্বকে মেখে নিন এই তেল। ১০ মিনিট হালকা হাতে মালিশ করুন। তবে চুলে কোনও রকম রাসায়নিক দেওয়া ট্রিটমেন্ট করা থাকলে কিন্তু চুলের গোড়ায় বেশি ঘষাঘষি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে হাত দিয়ে চুলের মধ্যে সিঁথি কেটে তুলো দিয়ে শুধু তেল মাখিয়ে রাখুন। তেলের পুষ্টিগুণ যাতে চুলের গোড়ায় পৌঁছয়, তার জন্য অনেকেই চুলে গরম জলে ভেজানো তোয়ালে জড়িয়ে রাখেন। তবে মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে এই পদ্ধতিটি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। অনেকেই রাতে মাথায় তেল মেখে পরের দিন শ্যাম্পু করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, যাঁদের অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ছে, তাঁদের তেল মেখে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্যাম্পু করার আধ-এক ঘণ্টা আগে তেল মেখে শ্যাম্পু করে নিলেই হবে।

রাজৌরিতে এনকাউন্টারে এক জঙ্গির মৃত্যু, বাকি সন্ত্রাসীদের ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী

জম্মু, ৬ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। রাজৌরি জেলার খাওয়াসের গুদ্ধার বনাঞ্চলে শনিবারই সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। ওই এলাকায় আরও কয়েকজনকে জঙ্গিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। রবিবার ভোর থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে অভিযান। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে এই অভিযানে সহায়তা করছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো বাহিনীও। রবিবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল রাজৌরির এনকাউন্টার।

রাজৌরি জেলার খাওয়াসের গুদ্ধার বনাঞ্চলে শনিবার সন্ধ্যায় জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পায় সুরক্ষা বাহিনী। এরপর সন্ধ্যা থেকেই ওই এলাকায় চলতে থাকে অভিযান। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় ওই এলাকা। শনিবারই এনকাউন্টারে নিকেশ হয় এক জঙ্গি, আরও এক থেকে দু'জন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। রবিবার অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট : এশিয়া কাপে মোট দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): এশিয়া কাপ ক্রিকেটের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। ৩১ আগস্ট থেকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। এশিয়া মহাদেশের সেরা দলগুলোকে নিয়ে হয় এই টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার হল ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ। এছাড়া আফগানিস্তান ও পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ ম্যাচের মধ্যেও আছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বলা যেতে পারে এক মাস ধরে এশিয়া কাপে চলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এশিয়া কাপে মোটে ২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। ২০০০ সালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবার এশিয়া কাপ জেতে পাকিস্তান। পরে ২০১২ সালে বাংলাদেশকে হারিয়ে খেতাব জেতে পাকিস্তান। এছাড়া ১৯৮৬ ও ২০১৪ সালে ফাইনালে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় পাকিস্তানকে।

২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত ৫৪ জন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১, ৫৫২। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১, ৯১৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪, ৬২,৫১০ জন

করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৩,৮৫৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ৪৩৭ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৫,৫৪০।

ভারতীয় রেলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫০৮-এর সঙ্গে অসমের ৩২, ত্রিপুরার তিন, একটি করে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে তিনটি সহ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৫৬টি স্টেশনকে পুনঃবিকাশের জন্য ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ রবিবার সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই সব রেলস্টেশনকে পুনঃবিকাশের মাধ্যমে 'অমৃত ভারত স্টেশন'-এ রূপান্তরিত করার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'অমৃত ভারত স্টেশন'গুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রকল্পের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃত কালের শুরুতে ভারত উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নতুন শক্তি, নতুন অনুপ্রেরণা এবং নতুন সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং এই চেতনায় ভারতীয় রেলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে আজ। জোরের সঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে নতুন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বলেন, ভারতের প্রায় ১,৩০৯টি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন এখন 'অমৃত ভারত রেলস্টেশন' হিসেবে উন্নীত হবে। এর মধ্যে আজ থেকে ৫০৮টি 'অমৃত ভারত স্টেশন'-এর পুনঃবিকাশের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই ৫০৮টি স্টেশনকে পুনঃবিকশিত করতে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রতিটি "অমৃত ভারত স্টেশন" হয়ে উঠবে সংশ্লিষ্ট শহরের আধুনিক আকাঙ্ক্ষা, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক। এই প্রকল্প যাত্রীদের সুবিধা, গতিশীলতা এবং আশপাশ অঞ্চলের সঙ্গে বিরামহীন একীকরণের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেবে। এর লক্ষ্য, রেল যাত্রা শুধু সহজলভ্য নয় আনন্দদায়ক করা।

তিনি আরও বলেন, প্রকল্পগুলি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। দক্ষ বাস্তবায়ন এবং যাত্রীদের জন্য বাস্তব সুবিধা নিশ্চিত করবে অমৃত ভারত প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক রেলস্টেশনগুলো পর্যটন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে। সরকার "ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট" প্রকল্পও চালু করেছে যা জেলার ব্র্যান্ডিং সহ শ্রমিক ও উদ্যোগীদের উপকার করবে। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তাবিত অমৃত ভারত স্টেশনের মাধ্যমে রেল যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি রেল স্টেশনগুলিকে উন্নতমানের ও অত্যাধুনিক করে গড়ে তোলা হবে। প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, নেতিবাচক রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে আমরা উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিবাচক রাজনীতির পথে এগোচ্ছি। বলেন, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা দেশ এখন বলছে দুর্নীতি, পরিবারবাদ, তুষ্টিকরণকে ভারত ছাড়তে হবে।'

অসমে 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে আজকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি সংলগ্ন নারেঙ্গি রেলস্টেশনে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটা। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন ও মুখ্যমন্ত্রী নেইফিও রিও ডিমাপুরে, ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উদয়পুরে এবং মেঘালয়ের রাজ্যপাল ফাগু চৌহান ও মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সংমা উপস্থিত ছিলেন মেন্দিপথারে। এছাড়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সাংসদ, স্থানীয় বিধায়ক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন ৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসমের ৩২টি, ত্রিপুরায় তিনটি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি (পশ্চিমবঙ্গে অন্য ডিভিশনের মোট ৩৭), বিহারের তিনটি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এনএফ রেলের অধীনস্থ এই ৫৬টি স্টেশনের পুনঃবিকাশের জন্য ব্যবহার করা হবে ১,৯৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান স্টেশন যথাক্রমে অসমের নারেঙ্গি (৩৩.২৩ কোটি), লামডিং রেলওয়ে স্টেশন (৪০ কোটি টাকা), কাছাড় জেলার অরুণাচল (২৯.২ কোটি টাকা), নিউ করিমগঞ্জ (৩০ কোটি), (৩৩.৮২ কোটি), নিউ হাফলং (৩৫ কোটি), লংকা (৩০.১ কোটি), হোজাই (৩০.১৯ কোটি), জাগিরোড (৩১.১৮ কোটি), চাপরমুখ (৩১.৮৭ কোটি), ডিফু (৩২ কোটি টাকা), ধুবড়ি (৩৮.৫ কোটি টাকা), সরুপাথার (৩১ কোটি টাকা), ডিব্রুগড়, শিবসাগর টাউন প্রভৃতি।

এছাড়া ত্রিপুরার কুমারঘাট (৩০.২৪ কোটি), ধর্মনগর (৩২.৬ কোটি) ও উদয়পুর (৩৩.৮২ কোটি); নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার; পশ্চিমবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, হাসিমারা; বিহারের কিষাণগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, বারসোই জংশনও রয়েছে এনএফ রেলওয়ের অধীনস্থ 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের তালিকায়।

কাকদ্বীপে গ্রামের পুকুরে দেখা মিলল কুমিরের, তীব্র আতঙ্ক এলাকায়

কাকদ্বীপ, ৬ আগস্ট (হি. স.) দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকালয়ের পুকুরে দেখা মিলল কুমিরের। শনিবার রাতে কাকদ্বীপের ফটিকপুর এলাকায় রাস্তার উপর একটি কুমরটিতে শুয়ে দেখতে দেখেন এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা। এরপর রবিবার ফের এলাকার একটি পুকুরে কুমিরটির দেখা মেলে।

ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক। খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে। সকাল থেকেই কুমুরটিকে বাগে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, শনিবার রাতে রাস্তার উপর কুমরটিতে শুয়ে দেখতে দেখেন এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা। দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁদের। যদিও মানুষ দেখেই সেটি পালায়।

এদিকে এরইমধ্যে এদিন সকালে ফের এলাকার একটি পুকুরে কুমিরটির দেখা মেলে। এ খবর ছড়িয়ে পড়েই ওই পুকুরের পাড়ে ভিড় বাড়ান এলাকার প্রচুর মানুষ। যদিও সকলের চোখেমুখেই ভয়। খবর যায় বন দফতরে। খবর যায় পুলিশের কাছেও।

ঘটনাস্থলে আসে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। আসেন বনকর্মীরা। তড়িঘড়ি তাঁরা গোটা পুকুরটিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলান। সকাল থেকেই কুমুরটিকে বাগে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এখনও সেটিকে ধরা যায়নি বলেই জানা যাচ্ছে।

ঘটনায় এলাকার এক মহিলা বলেন, "আমার ছেলে তা স খেলে বাড়ি আসছিল তখন রাতে রাস্তায় কুমিরটাকে প্রথম দেখতে পায়। ও কুমীরটিকে দেখা মাত্রই পাড়ার সকলকে ডাকে। তারপর কুমীরটিকে দেখা যায় পুকুরে ভেসে চলে যাচ্ছে। সকালেও কয়েকজন দেখেছে বলে খবর। তারপর থেকে কুমীরটিকে ধরা চেষ্টা চলছে। তবে এখনও ধরা যায়নি।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, নিম্নচাপের কারণে বিগত কয়েকদিন থেকে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। প্রবল বৃষ্টি ও পূর্ণিমার কোটালের জেরে সপ্তমুখী নদী ও নদী সংলগ্ন খালের জলস্তরও অনেকটা বেড়ে যায়। জল বেড়ে যাওয়ার কারণেই নদীপথ হয়ে পুকুরে ঢুকে পড়েছে কুমরটি।

বীরভূমে পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক

সিউড়ি, ৬ আগস্ট (হি.স.): বারুদের স্তূপে বীরভূম। ফের উদ্ধার প্রচুর জিলেটিন স্টিক। জেলার রামপুরহাটের কাছে রদিপুরের কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রায় ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়। ওই বিস্ফোরকগুলি কে বা কারা মজুত করল, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

নলহাটি বিস্ফোরক উদ্ধার কাণ্ডে শুক্রবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে বীরভূমে ফের উদ্ধার হল বিপুল বিস্ফোরক। রবিবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে রদিপুরের কাছে আচমকাই হানা দেয় পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রায় ৬০ বাক্স জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে ৬০টি বাক্সের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক রাখা ছিল। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কে বা কারা পরিত্যক্ত বাড়িতে জিলেটিন স্টিক মজুত করে রেখেছিল, তা এখনও জানা যায়নি। বিপুল পরিমাণ জিলেটিন স্টিক মজুতের নেপথ্যে ছকই বা কী ছিল, তা-ও স্পষ্ট নয়। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন সকালে আচমকাই নলহাটির বাহাদুরপুরে মনোজ ঘোষের একটি পাথর খাদানে হানা দেয় এনআইএ আধিকারিকরা। দীর্ঘ আট থেকে দশ ঘন্টা সেখানে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, অফিসে সেই সময় মনোজ ঘোষের ম্যানেজার পার্থকুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খাদানের কাছে একটি পরিত্যক্ত ঘরে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর পুনর্নির্বাচনের দিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

এনআইএ সূত্রে খবর, মনোজ ঘোষকে জেরা করে বীরভূমের কুশমোড়ের ইসলাম চৌধুরীর খোঁজ পান তদন্তকারীরা। ইসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক মজুতের অভিযোগ রয়েছে। কুশমোড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তিনি। শুক্রবার ভোররাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় এনআইএ। ইসলাম চৌধুরীকে পাইকর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তাঁকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই রামপুরহাট থেকে জিলেটিন স্টিক উদ্ধারে চাঞ্চল্য। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার না হলেও বিস্ফোরক পাচারের অভিযোগে এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এদের মধ্যে ২ জন তৃণমূল নেতা।

আমিনগাঁওয়ে নির্মীয়মাণ ব্যাডমিন্টন স্টেডিয়াম পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি সংলগ্ন কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত আমিনগাঁওয়ে নির্মীয়মাণ বিশ্বমানের ব্যাডমিন্টন স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মীয়মাণ এই স্টেডিয়াম খেলোয়াড়দের জন্য আগামী ১১ আগস্ট উদ্বোধন করা হবে। আজ পরিদর্শনে গিয়ে স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্যের যাবতীয় বিষয় তন্নতন্ন করে নিরীক্ষণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। ইতিমধ্যে স্টডিয়ামটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। চলছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য সাজসজ্জা।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা, কামরূপের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া এবং অসম ক্রীড়া সংগঠনের বিভিন্ন পদমর্যাদার পদাধিকারী।

মুর্শিদাবাদে নৃশংস ঘটনা, পুকুর থেকে উদ্ধার যুবতীর মাথা কাটা অর্ধনগ্ন দেহ

বহরমপুর, ৬ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদে নৃশংস ঘটনা। রবিবার যুবতীর মাথা কাটা অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিছুর গ্রামের পুকুর থেকে। তবে যুবতীর মাথার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি তাঁর পরিচয়ও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। এটি ধর্ষণ করে খুন নাকি অন্য কিছু? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বড়ঞা থানার পুলিশ।

রবিবার সকালে মাঠ লাগোয়া গ্রামের পুকুরে যুবতীর মাথা কাটা অর্ধনগ্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। শোরগোল পড়ে যায় গোটা গ্রামে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বড়ঞা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ওই যুবতী ১৮-২০ বছর বয়সি। দেহ উদ্ধারের সময় তাঁর বুকে ধারাল অস্ত্রের গভীর ক্ষত ছিল। গলা থেকে মাথা আলাদা ছিল। তাঁর মাথার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

জানা যায়নি যুবতীর পরিচয়ও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই যুবতীকে। কে বা কারা ওই যুবতীকে নৃশংসভাবে খুন করল, তা এখনও জানা যায়নি।

এবার 'পিস ট্রেন' চালু করতে চান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): ভোটের আগে রাজভবনে 'পিস রুম' চালু করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এবার 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে 'পিস ট্রেন' চালুর আরজি জানালেন রাজ্যপাল।

রবিবার 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এবার রেলমন্ত্রীর কাছে 'পিস ট্রেন' চালুর আরজি জানালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। ফের হিংসা নিয়েও সরব হলেন তিনি। রাজ্যপালের এই আচরণের তীব্র সমালোচনায় সরব রাজ্যের ঘাসফুল শিবির। প্রসঙ্গত, আজ "অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প"-র অধীনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে "অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প"-র আওতায় দেশজুড়ে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী।-

মৃত্যু হল জলে ভেসে আসা গরুমারার গন্ডার শাবকের, পেটে মিলল বালি

নাগরাকাটা, ৬ আগস্ট (হি.স.): সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া গরুমারার সেই গন্ডার শাবক। রবিবার সকালে জলদাপাড়ার হলং পিলখানায় ওই একরত্তিটির মৃত্যু হয়। শাবকটির পেটে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। মূত্রথলিও বালি ভরতি ছিল বলে জানিয়েছে বন দফতর।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে বন দফতরের খুনিয়া ও গরুমারা সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা জলঢাকা নদীর ধার থেকে ওই শাবকটিকে উদ্ধার করেন। সে সময়েই বনকর্মীরা অনুমান করেছিলেন মায়ের সঙ্গে নদী পেরোতে গিয়ে শাবকটি সম্ভবত জলের তোড়ে ভেসে যায়। যে স্থানে শাবকটিকে পাওয়া যায় সেটি গরুমারার পেছনের দিক। জলঢাকার পূর্বে নাথুয়া রেঞ্জের বিস্তীর্ণ ঘাসজমিতে সেটিকে তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। নিয়ে আসা হয় দুটি কুনকি হাতিও। অস্থায়ী ক্যাম্পও সেখানে বসিয়ে দেয় বন দফতর।

ড্রোন উড়িয়ে মা গন্ডারটিকে খোঁজার চেষ্টাও চলে। শনিবার বিকেলে নিবিড় পরিচর্যার জন্য এক মাস বয়সী গন্ডার শাবকটিকে নাথুয়া রেঞ্জের জঙ্গল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিন শাবকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খুদে গন্ডারটির মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বন দফতরে।

কি কারনে ছানাটি মারা গেল তা বোঝার জন্য দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। বন দফতর জানাচ্ছে, শাবকটির পেটে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। মূত্রথলিও বালি ভরতি ছিল। নদীতে ভেসে যাওয়ার সময়ই শাবকটির পেটে বালি ঢুকে যায় বলে ধারণা।

বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর বলেন, 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। মাকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা সহ শাবকটি যাতে ভালো থাকে সেজন্য সমস্ত রকম প্রয়াস চালানো হয়। এদিন শাবকটি মারা যায়।'

নিউহাফলঙে 'অমৃত ভারত স্টেশন'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা

হাফলং (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে 'অমৃত ভারত স্টেশন' নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিউহাফলং স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ তথা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা। তাছাড়া ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল চাংসন, ডিমা হাসাওয়ে জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার, পদ্মশ্রী রামকুয়াংবে জেমি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আজকের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শতবর্ষ পুরনো লামডিং-বদরপুর মিটারগেজ রেলপথের স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা বলেন, ১৯০৩ সালে মিটারগেজ রেলপথ প্রথম শুরু হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর চিটাগাঙ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে প্রায় ১২৩ বছর পর আজ আমরা এই স্বীকৃতি পেলাম। তিনি বলেন, নিউহাফলং স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের তালিকায় আসবে, তা আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। তবে নিউহাফলং স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা এক ইতিহাস বলে মন্তব্য করেন।

১২৩ বছর পুরনো মিটারগেজ রেলপথকে হেরিটেজ রেলপথ হিসেবে রেখে দেওয়ার পোষকতা করে মন্ত্রী গারলোসা বলেন, শতবর্ষ প্রাচীন এই মিটারগেজ রেলপথ দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সবসময় আকর্ষিত করে। তাই এই মিটারগেজ রেলপথটিকে হেরিটেজ রেলপথ হিসেবে রেখে দিলে তা ভারতের পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। অতএব মিটারগেজের লোয়ার হাফলং থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত রেল লাইনকে হেরিটেজ রেলপথ হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী নন্দিতা।

উদ্ধার নলবাড়ির নিখোঁজ বিজেপি নেতার মৃতদেহ

নলবাড়ি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : উদ্ধার হয়েছে নলবাড়ির নিখোঁজ বিজেপি নেতার মৃতদেহ। গত দুদিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন নলবাড়ি জেলার শুকেকুচি এলাকার বিজেপি নেতা কন্দর্প বর্মণ। গতকাল সকালে টিছ নদীর তীরে উদ্ধার হয়েছিল নিখোঁজ কন্দর্প বর্মণের ওয়াগন-আর গাড়ি। আজ ওই নদীর পাড়ে কচু বনে উদ্ধার হয় প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা কন্দর্পের লাশ। কন্দর্প বর্মণ নলবাড়ি যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। আজ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর পরিবারের পাশাপাশি তাঁর গৃহগ্রাম শালমারায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবার এবং স্থানীয়রা গতকালই অভিযোগ করেছিলেন কেউ একজন কন্দর্প বর্মণকে অপহরণ করেছে। তাঁর পত্নী বলেন, গতকাল দুপুরের কয়েকবার তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মোবাইল ফোন সুইচড অফ পেয়েছিলেন।

এদিকে নদীর পাড়ে কচু বন থেকে কন্দর্প বর্মণের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অসমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ বিশেষজ্ঞ কমিটির

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে অসমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সংবলিত রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

আজ রবিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর সামাজিক মাধ্যমে এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এবার বহুবিবাহের অবসান ঘটাতে রাজ্য বিধানসভার আইন প্রণয়নের দক্ষতা মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য জাত, ধর্ম বা ধর্মের বাধা অতিক্রম করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি ইতিবাচক ইকোসিস্টেম তৈরি করা।

প্রসঙ্গত বহুবিবাহের বিতর্কিত বিষয় মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে অসম। এর মধ্যে একযোগে একাধিক স্বামী ও স্ত্রী থাকার প্রক্রিয়া জড়িত।

গত মে মাসে অসম সরকার বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের বৈধতা মূল্যায়নের জন্য গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রুমি ফুকনের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করে দিয়েছিল। প্যানেলে রয়েছেন অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজিৎ শইকিয়া, অসমের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল নলিন কোহলি এবং গৌহাটি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট নেকিবুর জামান।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমে ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। এবার নিষিদ্ধ হবে বহুবিবাহ। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল আনতে চলেছে অসম সরকার। অসম বিধানসভার আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল। গত ১৩ জুলাই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ড় শর্মা সেদিন জানিয়েছিলেন, রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল আনার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। প্রস্তাবিত আইনটি রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বর্ষা অধিবেশনে পেশ করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছিলেন, বহুবিবাহ বিরোধী বিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ইউসিসি)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নের বিষয়টি সংসদের এক্তিয়ারে থাকলেও রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে নির্দিষ্ট দিকগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য হলো, অবিলম্বে অসমে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা, বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল : পুলিশ

শ্রীনগর, ৬ আগস্ট (হি.স.); জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। ভূমিধসের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক বন্ধ ছিল, রবিবার সকাল ৯টা থেকে এই সড়কে পুনরায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এর আগে রবিবার.।মবান এলাকায় ভূমিধসের কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছিল, এই রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে, তাই এই রাস্তা এড়িয়ে চালাই ভালোই। এর আগে গত ১৯ জুলাই রামবান জেলার জাতীয় সড়ক-৪৪ পাথর নিক্ষেপ এবং কাদামাটির কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ডেপুটি কমিশনার রামবান টুইট করেছেন, 'কাদামাটি এবং পাথর নিক্ষেপের কারণে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্দিষ্ট জায়গায় অবরুদ্ধ করা হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তা মেরামতি হয়,ততক্ষণ এই রাস্তা এড়িয়ে চলতে বলে হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জেলা ভিত্তিক হেকাতন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পাথারকান্দির প্রেমময়ী স্কুলের দুই ছাত্রী

পাথারকান্দি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের উদ্যোগে করিমগঞ্জ জেলা ভিত্তিক হেকাতন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত পাথারকান্দি প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের দুই ছাত্রী সুচিত্রা সিনহা ও কৃষ্টি সিনহা।

সম্প্রতি করিমগঞ্জ শহরে অবস্থিত বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে জেলা ভিত্তিক হেকাতন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর জেলা শিক্ষা দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক প্রেমময়ী স্কুলের প্রধানশিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র দাসের হাতে তাঁর দুই ছাত্রী সুচিত্রা ও কৃষ্টির অর্জিত পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। স্কুলের দুই খুদে ছাত্রীর কৃতিত্বে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ।

প্রসঙ্গত, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ধারণা, যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, স্কুলপড়ুয়াদের সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রেরণার উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো অসমে হেকাতন নামের একটি কর্মসূচি প্রচলিত করেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। নয়া শিক্ষানীতিকে সফল বাস্তবায়ন তথা রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও জনমুখী করে তুলতে বিভাগীয় তরফ থেকে ইতিমধ্যে এই কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি স্কুল থেকে শুরু করে ব্লক ভিত্তিক ও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

চ্যাংমারি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম মহিলা শ্রমিক

নাগরাকাটা, ৬ আগস্ট (হি.স.): নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে কাঁচা চা পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক মহিলা চা শ্রমিক। রবিবার চ্যাংমারি চা বাগানের আপার ডিভিশনে চিতাবাঘের হামলার এই ঘটনাটি ঘট।

জখম মহিলার নাম শশীকলা পান্না। তাঁর বাড়ি আপার চ্যাংমারির ডিপা লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বাগানের পিডি ৯৩ বি নামে একটি সেকশনে কাঁচা পাতা তুলছিলেন। অতর্কিতে সেখানে আগে থেকেই ঘাঁটি গেড়ে থাকা একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য মানুষ-চিতাবাঘের ধ্বস্তাধস্তিও হয়। পরে চিতাবাঘটি চম্পট দেয়। অন্য শ্রমিকরা শশীকলা দেবীকে উদ্ধার করে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ তাঁকে সুলকাপাড়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চ্যাংমারি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার সঞ্জীব দেবনাথ বলেন, 'শ্রমিকদের কাজের সময় সবসময়ই সতর্ক থাকতে বলা হয়। এদিনের ঘটনাটি নিমেষের মধ্যে ঘটে যায়।' খুনিয়ার রেঞ্জার সজল দে বলেন, 'আহতর চিকিৎসার খরচ বন দপ্তরই বহন করছে।

তৃণমূলের মঞ্চ থেকে নিজের কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরলেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়

গঙ্গারামপুর, ৬ আগস্ট (হি.স.): তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চের সামনে গিয়ে বক্তব্য রাখলেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তৃণমূলের দাবি মত নিজের কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের জন্য টাকা আসুক আমি চাই। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার বসে আলোচনা করুক।' ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে।

হাই কোর্টের আপত্তিতে ঘেরাও কর্মসূচির বদলে রবিবার রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে বিজেপি নেতাদের বাড়ির অদূরে অবস্থান বিক্ষোভে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাতাসকুড়ি মোড়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। বেলা ১২টা বাজতেই তৃণমূল নেতা কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। অবস্থান বিক্ষোভ থেকে বিজেপি বিধায়কের কাছের বঞ্চনার কারণ জানতে চায় তৃণমূল। এমনকি বাংলার মানুষের জন্য তিনি কি করেছেন তাও জানতে চাওয়া হয়। অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গারামপুর থেকে বাতাসকুড়ির বাড়ি ফিরছিলেন বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সেসময় সত্যেন বাবু তৃণমূলের কর্মীদের কাছ থেকে মাইক্রো ফোন নিয়ে বক্তব্য রাখেন যে, তিনি কি কি কাজ করেছেন। সে বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি বিধায়ক তাঁর উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হন তৃণমূলিরা। এতে বিধায়ক সত্যেন বাবু বলেন, 'বাংলার মানুষের জন্য টাকা আসুক আমি চাই। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার বসে আলোচনা করুক।' স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, একুশের মঞ্চে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপি নেতাদের ঘেরাও অভিযান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী ৫ আগস্ট কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যত বিজেপি নেতাকর্মী আছেন, তাঁদের বাড়ির বাইরে ঘেরাও অভিযান করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত, ছোট, বড়, মেজো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হোক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, ওই বিজেপি নেতার বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা যেন বাড়ি থেকে বেরতে না পারে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ৩৪১ ব্লকের সব বুথে এই কর্মসূচি চেয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। যদিও পরে সেই কর্মসূচি কিছুটা শুধরে দেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, "অভিষেক যে কর্মসূচির কথা বলেছে, সেটা আমি বলব শুধু ব্লক স্তরেই করো। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব রেখে করো। যাতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে আমাদের হ্যারাস করা হয়েছে।" মমতার কথায়, 'ওটা প্রতীকী ঘেরাও হোক।' জল গড়ায় আদালতে। আদালতের ভর্ৎসনার পর দিন বদলে ৬ আগস্ট অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আজ ব্লকে ব্লকে সেই কর্মসূচিই পালন করছে তৃণমূল।

গুয়াহাটিতে পাথর দিয়ে ছোট ভাইকে খুন অগ্রজের

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটিতে পাথর দিয়ে আঘাত করে বড় ভাই খুন করেছে ছোট ভাইকে। ঘটনা সংগঠিত হয়েছে আজ রবিবার গুয়াহাটি মহানগরের নুনমাটি থানার অন্তর্গত মঠঘরিয়ায়। নিহত ছোট ভাইকে বছর ২৮-এর সুনীল রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, বড় ভাই হিরালাল রায় এবং সুনীলের মধ্যে টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে তীব্র বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। এক সময় মেজাজ হারিয়ে বড় ভাই হিরালাল তার ছোট ভাই সুনীলের মাথায় বড় একটি পাথর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। পাথরের আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে মাটিতে পড়ে যায় সুনীল। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত সুনীলকে খুনি ভাইয়ের কবল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে নুনমাটি থানা থেকে পুলিশের দল ছুটে যায় হাসপাতালে। সেখানে সুনীলের মৃতদেহ নিজেদের জিম্মায় নিয়ে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে। এদিকে খুনি হিরালাল পালিয়ে যাওয়ায় তাকে এখনও পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ। তবে তাকে ধরতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশ নুনমাটি থানায় এক মামলা রুজ করেছে বলে জানা গেছে।

কল্যাণপুরের দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দশম বর্ষে পদার্পণ করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ আগষ্ট।। কল্যাণপুরের দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দশম বর্ষে পদার্পণ করল। এ উপলক্ষে সোসাইটির তরফ থেকে কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে বার্ষিক সাধারণ সভা সহ দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক কানাই শীল, কল্যাণপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন মজুমদার, কল্যাণপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস মালাকার, সংস্থার সম্পাদক সজল দেব, সভাপতি অমলেন্দু দেবরায় প্রমুখ। অতিথিরা সম্মিলিতভাবে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মহতী অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন। শুরুতেই সংস্থার সদস্য রাজীব ঘোষ স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে সীমিত পরিকাঠামোগত অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার পাশাপাশি দাবি করেন আগামী দিনে সবার সহযোগিতায় সংস্থা সমাজের সার্বিক প্রয়োজনে পাশে থাকার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এদিনের সভায় আলোচনা করতে গিয়ে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সজল দেব উনার তথ্যভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে জানান ২০১৩ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার বহু আগে থেকেই সংস্থাটি মানুষের প্রয়োজনে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছে। তিনি আশাবাদী আগামী দিনে সরকার সহ সমস্ত অংশের সার্বিক সহযোগিতায় গোটা এলাকার মানুষের সবার ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাবে দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি কানাই শীল, চন্দন মজুমদার, তাপস মালাকার প্রমুখরা নিজ নিজ আলোচনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট সংস্থার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেছেন পাশাপাশি সামাজিক প্রয়োজনে সবাই মিলে এগিয়ে চলার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেছেন। বার্ষিক সাধারণ সভার দ্বিতীয় পর্বে সবার মতামতের উপর ভিত্তি করে বিগত কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে আগামী তিন বছরের জন্য নয় সদস্যক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় এবং দিনকাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির গঠনগত পরিবর্তন সাধন করে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদ তৈরি করা হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত কমিটির রূপরেখায় সজল দেব- এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, অমলেন্দু দেবরায়- সভাপতি, রুমা দেবনাথ মজুমদার- সহ-সভানেত্রী, রাজীব ঘোষ- সম্পাদক , মিঠু দেবনাথ- সহ সম্পাদিকা, পার্থ বিশ্বাস- কোষাধক্ষ্য, দেবজিত দাস- সাংস্কৃতিক কমিটির কনভেনর মনোনীত হয়েছেন। এছাড়াও কার্যকরি কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন অভিজিৎ আচার্যী ,পাপ্পি পাল এবং শ্রীদাম দেব।

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়ির কাছে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের

শিলিগুড়ি, ৬ আগস্ট (হি.স.): পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়ির কাছে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ থেকে বিজেপি বিধায়কের কাছের বঞ্চনার কারণ জানতে চায় তৃণমূল। এমনকি বাংলার মানুষের জন্য কি করেছেন তাও জানতে চাওয়া হয়।

হাই কোর্টের আপত্তিতে ঘেরাও কর্মসূচির বদলে রবিবার রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে বিজেপি নেতাদের বাড়ির অদূরে অবস্থান বিক্ষোভে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়ির কাছে করুণাময়ী কালী মন্দিরের সামনে মঞ্চ বেঁধে টাউন-২ কমিটির তরফে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এই কর্মসূচিতে দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছের বঞ্চনার কারণ জানতে চায় তৃণমূল। এমনকি বাংলার মানুষের জন্য কি করেছেন তাও জানতে চাওয়া হয়।

পাশাপাশি এদিন এই একই উদ্দেশ্যে মাটিগাড়ায় সাংসদ রাজু বিস্তের বাসভবনের অদূরে মঞ্চ বেঁধে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। এদিন সব মিলিয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির অধীনে ১০টি সাংগঠনিক ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

প্রসঙ্গত, একুশের মঞ্চে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপি নেতাদের ঘেরাও অভিযান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী ৫ আগস্ট কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যত বিজেপি নেতাকর্মী আছেন, তাঁদের বাড়ির বাইরে ঘেরাও অভিযান করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত, ছোট, বড়, মেজো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হোক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, ওই বিজেপি নেতার বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা যেন বাড়ি থেকে বেরতে না পারে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ৩৪১ ব্লকের সব বুথে এই কর্মসূচি চেয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। যদিও পরে সেই কর্মসূচি কিছুটা শুধরে দেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, "অভিষেক যে কর্মসূচির কথা বলেছে, সেটা আমি বলব শুধু ব্লক স্তরেই করো। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব রেখে করো। যাতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে আমাদের হ্যারাস করা হয়েছে।" মমতার কথায়, 'ওটা প্রতীকী ঘেরাও হোক।' জল গড়ায় আদালতে। আদালতের ভর্ৎসনার পর দিন বদলে ৬ আগস্ট অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আজ ব্লকে ব্লকে সেই কর্মসূচিই পালন করছে তৃণমূল।

লাতু-দাসগ্রাম সমবায় সমিতির সাধারণ সভা ২০ আগস্ট

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার লাতু-দাসগ্রাম সমবায় সমিতির সাধারণ সভা আগামী ২০ আগস্ট। ওইদিন সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত সমিতির ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৩-২০২৪ সাল থেকে ২০২৭-২০২৮ সাল পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নির্বাচন সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন লাতু-দাসগ্রাম সমবায় সমিতির সম্পাদক নুরুল ইসলাম চৌধুরী। সভার বিস্তৃতি কার্যসূচির বিবরণ দিয়ে তিনি জানান, বিগত সাধারণ সভার প্রস্তাবাদি পাঠ ও অনুমোদন হবে অনুষ্ঠেয় সভায়। এছাড়া সমিতির ২০২২-২০২৩ সালের খসড়া হিসাবপত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুমোদনের পাশাপাশি সমিতির ২০২৩-২০২৪ সালের অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন হবে।

তিনি জানান, ২০২৩-২০২৪ সালের সমিতির সভ্যগণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের ঊর্ধতম সীমা নির্ধারণ, ২০২৩-২০২৪ সালের অভ্যন্তরীন হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ, সমিতির কার্যনির্বাচক পরিষদ এবং কর্মচারীদের হিসাবপত্র সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা, অসম সমবায় সমিতির ২০০৭ সালের আইন অনুযায়ী সমিতির নতুন বিধি সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুমোদন সহ বিবিধ বিষয় রয়েছে সভার আলোচ্য তালিকায়। সমিতির সভাপতি পরিচালনায় সকাল ৯-টা থেকে ১২-টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে কার্যসূচিগুলি।নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভাগীয় রিটার্নিং অফিসার ফখরুল আলম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় রিটার্নিং অফিসার আগামী ১০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ১-টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনোনয়ন গ্রহণ করবেন। মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়ন ফিজ বাবদ ৫ হাজার টাকা সমিতি প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে।

৭ আগস্ট নবম জাতীয় তাঁত দিবস উদযাপনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপে সোমবার (৭ই আগস্ট ২০২৩) নবম জাতীয় তাঁত দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী "ভারতীয় বস্ত্র ইভম শিল্প কোশ"-এর ই-পোর্টাল চালু করবেন - একটি বস্ত্র ও কারুশিল্পের ভান্ডার যা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামে টেক্সটাইল এবং এমএসএমই সেক্টরের ৩০০০টিরও বেশি তাঁত ও খাদি তাঁতি, কারিগর এবং স্টেকহোল্ডাররা উপস্থিত থাকবেন। এটি ভারত জুড়ে তাঁত ক্লাস্টার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি ক্যাম্পাস, ওয়েভার সার্ভিস সেন্টার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি ক্যাম্পাস, ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, হ্যান্ডলুম এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল, কেভিআইসি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন রাজ্য তাঁত বিভাগকে একত্রিত করবে।

সরকার জাতীয় তাঁত দিবস উদযাপন শুরু করে, প্রথম এই ধরনের উদযাপন ৭ আগস্ট ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারিখটি বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের একটি বার্তা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যা ৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে চালু হয়েছিল এবং দেশীয় শিল্প এবং বিশেষ করে তাঁত তাঁতীদের উতাহিত করেছিল। .

১০ লাখ মানুষকে "দিল্লি অভিযান"-এর হুঙ্কার দিলেন অর্জুন সিং

বারাকপুর, ৬ আগস্ট (হি.স.): আগামী ২ অক্টোবর "দিল্লি অভিযান" ১০ লাখ মানুষকে নিয়ে রাজধানীতে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন অর্জুন সিং। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে বিজেপি নেতাদের বাড়ির অদূরে অবস্থান বিক্ষোভে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর ২৪ পরগনার জেলার একটি ধরনা কর্মসূচি থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে এমনই হুঙ্কার দিলেন সাংসদ অর্জুন সিং।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আজ জেলার ভাটপাড়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে কাকিনাড়া মানিক পীর বাজারে গণ অবস্থান শুরু করলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এছাড়াও ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ, কাউন্সিলর অমিত গুপ্তা, জিতেন্দ্র সাউ, গোপাল রাউত, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে সেই ব্যাপারে মানুষকে বোঝাতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। অর্জুন আরও বলেন, "ওরা এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে আমরা আমাদের মত তার বিরোধিতা করছি। এমনকি ১০ লাখ এরও বেশি মানুষ নিয়ে দিল্লিতে প্রতিবাদ গড়ে তোলার কথা জানালেন সাংসদ।" আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি কোণায় কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে বলেও জানান তিনি। আগামী ২ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁর জেলায় একাধিক কর্মসূচি পালন করার কথাও ঘোষণা করেন অর্জুন।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করার পর কেন্দ্রের একাধিক বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে সাংসদ অর্জুন সিংকে। এর আগে জুট মিলের সমস্যা নিয়েও কেন্দ্রের দরবারে হাজির হতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

প্রসঙ্গত, একুশের মঞ্চে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপি নেতাদের ঘেরাও অভিযান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী ৫ আগস্ট কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যত বিজেপি নেতাকর্মী আছেন, তাঁদের বাড়ির বাইরে ঘেরাও অভিযান করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত, ছোট, বড়, মেজো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হোক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, ওই বিজেপি নেতার বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা যেন বাড়ি থেকে বেরতে না পারে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ৩৪১ ব্লকের সব বুথে এই কর্মসূচি চেয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। যদিও পরে সেই কর্মসূচি কিছুটা শুধরে দেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, "অভিষেক যে কর্মসূচির কথা বলেছে, সেটা আমি বলব শুধু ব্লক স্তরেই করো। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব রেখে করো। যাতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে আমাদের হ্যারাস করা হয়েছে।"

লুটপাট চালায় ডাকাত দল

● **প্রথম পাতার পর**ঘন্টা ধরে চলতে থাকে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ আসে ভোর রাত আনুমানিক প্রায় তিন ঘটিকার সময়।এখন দেখার বিষয় পুলিশ প্রশাসন এত বড় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনাটি তদন্ত করে কতটুকু ভূমিকা গ্রহন করে।

আপোষ না করার বার্তা

● **প্রথম পাতার পর** জনগণের উন্নয়নের কাজে কোন প্রকারের আপোষ করা না হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান বিধায়ক সাহেব।

গোটা বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি দাবি করেন যখন কাজের স্থলে এসে দেখতে পেয়েছেন কিছু কিছু জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুত রয়েছে, তখনই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সাথে কথা বলে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান রেখেছেন। সত্যিই শাসক দলীয় বিধায়ক হয়েও আজ যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজের স্থলে গিয়ে কাজের গতি প্রকৃতি নিয়ে রণমূর্তি ধারণ করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, এই বিষয়ে এলাকায় ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

৩টি স্টেশনও আধুনিক হবে

● **প্রথম পাতার পর** থেকে আগরতলায় রেল আসতে।তিনি বলেন আগে রেল আন্দোলন হতো লোক দেখানো - একদিকে আন্দোলন অন্যদিকে ট্রাক ড্রাইভার ও মালিকের গিয়ে সুড়সুড়ি দিতে রেল আসলে ট্রাক বা লড়ি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মোদি সরকার আসার পর ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সময়ে কোন আন্দোলন ছাড়াই রেল সাব্রুম পর্যন্ত চলে এসেছে। রাজ্যের উন্নতির খতিয়ান ফুটে উঠে উনার বক্তব্যে। এদিকে কুমারঘাট ও ধর্মনগর রেল স্টেশনেও এদিন এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এদিন এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর রেল স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যোত দে সরকার, লামডিং রেল ডিভিশনের ডিসিএম রমেশ মহাতা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য ৩২.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ধর্মনগর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ্য টাকা। রবিবার কুমারঘাট রেলস্টেশন চত্বরে মোদির ভার্চুয়ালি অমৃত ভারত স্টেশন এর শিলান্যাস হলো। মহা ধুমধামে বিশেষ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আজকের শিলান্যাস অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কুমারঘাটে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের তফশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ,পশুপালন ও মৎস দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা , সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা,এলাকার বিধায়ক ভগবান দাস , জেলা পুলিশ সুপার কাঁটা জাহাঙ্গীর , কুমারঘাট মহকুমা শাসক সুব্রত দাস সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব সহ আধিকারিকরা।

ক্রীড়াঙ্গন

এগিয়ে চল সংঘ ফুটবলে আর এত টাকা খরচ করবে না : সম্পাদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। খেলাধুলার বিষয় যখন কোর্ট-কাছারিতে গড়াগড়ি খায়, তখন আখেরে লাভ নিশ্চয়ই কারোর না কারোর হয়ে থাকে। তবে মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয় খেলার মানোন্নয়ন ও প্রসারের। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রিকেট এসোসিয়েশন আইনি বেড়াজালে নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে বলা চলে। আপামর ক্রীড়ামোদী মহল কিন্তু আঙ্গুল তুলছে সংস্থাগুলোর সংগঠনিক পরিকাঠামোর দিকেই। এগুলোর আশু সমাধান না হলে কার্যত অনেক ক্লাব, সংঘ ও সংগঠন বিমুখ নীতি প্রদর্শন করবে বলে ধারণা। প্রসঙ্গটা এসেছে ঐতিহ্যবাহী একটি ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উল্লিখিত একটি অনুচ্ছেদকে ঘিরে। '২০২২-২৩ ফুটবলে এগিয়ে চল সংঘ দ্বি-মুকুট জয় করেছে। কিন্তু টি.এফ.এ-র একটা অশুভ চক্র সংঘের এই জয় ভালোভাবে মেনে নিতে পারছে না। নানাভাবে চক্রান্ত করে একটা টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড দেখিয়ে সংঘকে লিগে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করে আরেকটি ক্লাবকে অবৈধ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কোর্টে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে।

সংঘের এই সুনাম ও উত্থান টি.এফ.এ-র এই অশুভ চক্রটি মেনে নিতে পারছে না। বর্তমানে ২০২২-২৩ লীগ ফুটবলের বিষয়টি কোর্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। গত বছর দ্বি-মুকুট জয় করার লক্ষ্যে ভালো টিম তৈরি করার জন্যে সংঘের অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে গেছে। সংঘের সম্পাদক এবার কথা দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে তাঁরা ফুটবলে আর এত টাকা খরচ করবেন না।' আক্ষরিক অর্থে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আবেগ তাড়িত এই অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর যাই হোক, ক্রীড়ামোদী মহলকে বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তেই ভাবা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, ৭৬ বছরের এগিয়ে চল সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘের আমন্ত্রণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফেসর মানিক সাহাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে মতবিনিময়ে তিনি ভূয়ষী প্রশংসা করেন।

মডার্ণ ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতায় সেরা দিব্যজ্যোতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।।চ্যাম্পিয়ন হলেন দিব্যজ্যোতি সরকার। মডার্ণ ক্লাব আয়োজিত প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতায়।দুদিন ব্যাপী আসর শেষ হয় রবিবার বিকেলে। ৬ রাউন্ডের আসরে ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন ৭ জন দাবাড়ু। পরে ভোকলসের মাধ্যমে স্থানগুলো নির্ধারন করা হয়। আসরে প্রথম ৭ টি স্থান দখল করে যথাক্রমে দিব্যজ্যোতি সরকার, অভিজ্ঞান ঘোষ,মেহেকদ্বীপ গোপ,শাক্য সিনহা মোদক,অনুরাগ ভট্টাচার্য, দেবাংকুর ব্যানার্জি এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্র মজুমদার। এছাড়া অনূর্ধ-৭ বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শুভায়ান দাস, সতনু পাল, রোহিল সাহা, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্রজিৎ পাল, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কানিষ্ক চৌধুরি, বালিকা বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অবন্তিকা চক্রবর্তী, সমর্পিতা সরকার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দিবাঙ্গী শীল, অনূর্ধ-৯ বালক বিভাগে আদ্রুষ কর্মকার, পীতম্বর দেবনাথ, অভ্রনীল দে, রণবিজয় পাল, সৌম্যদীপ মজুমদার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অন্তরীপ আচার্য, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রাজর্ষি দত্ত, বালিকা বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আরাধ্যা দাস, আদ্রিজা সাহা, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির নাভ্যা দে, অনূর্ধ-১১ বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ধীময় চক্রবর্তী, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্রনীল দেবনাথ, অর্ণব দাস, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির সিদ্ধার্থ মজুমদার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির তমজিৎ সাহা, প্রশমিৎ ঘোষ, তন্ময় সরকার, বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা সরকার, অভিয়াঙ্ক দাস মজুমদার, অনূর্ধ-১৩ বালক বিভাগে সোমরাজ সাহা, আয়ুষ সাহা, দেবজিৎ দে, শ্রীথিক মজুমদার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রাহুল রায়,রাজদীপ রায়, রোহিতশ্ব দাস, বালিকা বিভাগে শ্রেয়সী সাহা, একান্তিকা সরকার, সমৃদ্ধি ঘোষ, অনূর্ধ-১৫ বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পৃথ্বিরাজ সাহা, সেরা বালিকা দাবাড়ু প্রাচী ঢালি, ৫৫ উর্ধ বিভাগে অরুণ চন্দ্র দাস, অভিজিৎ চৌধুরি এবং সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ুর পুরস্কার পেয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অয়নজিৎ নাগ। খেলা শেষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

SOCIETY FOR MANAGEMENT OF CITY CENTRE AGARTALA

F49/Society/AMC/2012 Dated 06/08/2023

Press Release

1. It has come to notice of the Society for Management of City Centre (hereinafter called SMCC) that one Debasish Saha has published a press release dated 06/08/2023 making completely false. imaginary, unfounded & malicious allegations on officers & staff of the SMCC. The allegations are denied in totality. The whole press release is full of ties mixed with very small number of facts.
2. The work of Operation & Management of Auditorium namely Balaka was awarded to Debasish Saha vide Lease Agreement dated 30/10/2015 for a period of 03 years at a monthly rent of Rs 1,22,000/- inclusive of taxes in force, with a condition vide clause 23 of the agreement that the lessee shall pay all taxes which may be imposed by the Government in due course of time.
3. The Lease Agreement dated 30/10/2015 was extended wef 01/01/2019 to 31/12/2019 with rent escalation of 5% after consultation & Debasish Saha's acceptance vide his letter dated 17/01/2019. The Lease Agreement was further extended from 01/01/2020 til 31/12/2021 with escalation of 5% every year wef 01/01/2019. However, Debasish Saha never paid the escalated rent.
4. Subsequently Debasish Saha was informed vide SMCC letter dated 17/04/2023 that the Lease Agreement will not be further extended & that SMCC has published e-Tender for selecting a competitive bidder for Operation & Maintenance of the auditorium and Debasish Saha was specifically requested in writing to participate in the e-Tender if he was interested to operate it.
5. The e-Tender for selection of agency was published on 03/04/2023 & the bid was opened on 15/05/2023 in which 02 responsive bidders participated. The Tender was awarded to SSR Cinemas Pvt Ltd on 05/07/2023 at monthly rent of Rs 2,48,496 20/- which is more than twice of the existing rent of Debasish Saha. It is specifically stated that Debasish Saha did not participate in the e-Tender & he didn't make any communication with the SMCC for modifying any clause of the e-Tender. Thus, his allegation of the tender conditions being biased is completely false & a malicious afterthought.
6. Debasish Saha filed a case in the court of Ld Civil Judge (Ir Div) Agartala on 29/05/2023, for which the last hearing was done on 01/08/2023 & there is no injunction or stay order, as being falsely claimed by Debasish Saha. 7. The Auditorium was taken over by SMCC from Debasish Saha on 05/08/2023 & handed over to winning bidder 5SR Cinemas Pvt Ltd on 06/08/2023.
8. Debasish Saha has not paid any rent for last 07 months & also previously another 03 months of COVID period. As on date the rent which has not been paid by Debasish Saha is Rs 14,64,793/- which Debasish Saha has been requested to pay
9. Any other allegation made by Debasish Saha in his press release dated 06/08/2023 or at any other forum is hereby expressly denied.
10. The above details are true facts.

(Dr Shallesh K Yadav, IAS)
Member Secretary SMCC
&
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

এস.এম কাপ অনূর্ধ ১৭ ছেলেদের ফাইনালে আজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল-একলব্য মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সামনে আরও একটা চ্যাম্পিয়ন খেতাবের হাতছানি। আগামীকাল সোমবার সুব্রত মুখার্জি কাপ অনূর্ধ ১৭ বালকদের রাজ্য আসরের চূড়ান্ত খেলায় কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ময়দানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল দক্ষিন জেলার একলব্য মডেল স্কুলের বিরুদ্ধে খেলবে। ফাইনাল ম্যাচটি হবে বিকেল সাড়ে তিনটায়। আজ রবিবার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও একলব্য মডেল স্কুল নিজ নিজ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

সুব্রত মুখার্জি কাপ গার্লস অনূর্ধ-১৭ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। এস এম কাপ অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের রাজ্য আসরে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জিরানিয়ায় শচীন্দ্রনগর কলোনি স্কুল মাঠে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের রাজ্য আসর শনিবার বিকেলে ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত খেলায় সিপাহীজলা জেলার প্রতিনিধি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৪-০ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলার প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর স্কুল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। জাতীয় আসরে খেলার জন্য ত্রিপুরার হয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, সেমিফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৮-০ গোলে গোমতী জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। অপর সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলার প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর স্কুল দল ৪-০ গোলে ধলাই জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল।

মহিলা ফুটবলের অঘোষিত ফাইনালে আজ মুখোমুখি জম্পুইজলা-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। মহিলা লিগ ট্রফি কার দখলে? নির্ধারন হবে আগামীকাল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সোমবার বিকেল পৌনে ৪ টায় খেতাব দখলের লড়াইয়ে মাঠে নামবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। সুপার লিগে ২ ম্যাচ খেলে জম্পুইজলার পয়েন্ট ৬ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পয়েন্ট ৪। ফলে আজ পয়েন্ট ভাগ করতে পারলেই খেতাব জয় করে নেবেন বুদ্ধ দেববর্মা-র জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। তবে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আগামীকাল জম্পুইজলা কিছুটা এগিয়ে থেকে মাঠে নামলেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পুরো পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবে। কল্পনা দেববর্মার নেয়েরা প্রস্তুত নিজেদের সেরাটা দিয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে। রবিবার সকালে অনুশীলন শেষে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কোচ বুদ্ধ দেববর্মা স্পষ্টভাবেই জানান, ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে আমার মেয়েরা। গ্রুপ লিগের পরাজয়ের বদলা নেওয়ার পাশাপাশি দলকে চ্যাম্পিয়ন করানো মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য। অপরদিকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সামনে 'ডু অর ডাই' ম্যাচ এটি। জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই শ্রেয়া দেব-দের সামনে। কোচ কল্পনা দেববর্মা বলেন,'মেয়েরা জানে ওই ম্যাচের গুরুত্ব। সবাই নিজেদের সেরাটা দিয়ে দলকে শীর্ষ আসনে বসাতে বদ্ধপরিকর। আশাকরি হতাশ করবে না মেয়েরা'। সুপার লীগের শেষ ম্যাচ হলেও অঘোষিত ফাইনালে দু-দল পরস্পরের বিরুদ্ধে কেমন খেলে তাই এখন দেখার বিষয়।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার দারুন সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। শেষ দিনে আসলো আরও ৩ টি পদক। সিনিয়র বিভাগে। ৩ টি পদকের মধ্যে দুটি স্বর্ণ। আসর থেকে মোট ৩ টি স্বর্ণ সহ ১১ টি পদক জয় করেছে ত্রিপুরা।

এরমধ্যে ৩ টি স্বর্ণ পদক। এককথায় দুরন্ত সাফল্য। দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। রবিবার তালকোটরা স্টেডিয়ামে শুরু হয় সিনিয়র বিভাগের আসর। তাতে যোগেন্দ্র মারাক এবং সুব্রত শর্মা দুরন্ত লড়াই করে রাজ্যের জন। স্বর্ণ পদক জয় করেন। এছাড়া ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন প্রীয়া দেবনাথ। আসরের প্রথম দু-দিন সাবজুনিয়র এবং জুনিয়র বিভাগের খেলা হয়েছিলো।

তাতে ত্রিপুরার ৯ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৮ জন পদক জয় করেছিলো। ত্রিপুরাকে প্রথম স্বর্ণপদকটি এনে দিয়েছিলো হৃদয় মারাক। এছাড়া ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলো শাঙ্কি কর্মকার,অঙ্কিতা মজুমদার,অভিপ্সা নাথ,উদয় দে, বিপ্রজিৎ সাহা,সুহানা ঘোষ এবং শুভ্রজিৎ সিনহা। দিল্লি থেকে টেলিফোনে এখবর জানান কোচ কৃষ্ণ সূত্রধর। মঙ্গলবার দুপুরের বিমানে রাজ্যে ফিরছেন খেলোয়াড়রা।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। আসন্ন এশিয়ান মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছে মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার এক্সিকিউটিভ কমিটি। আগামীকাল সন্ধ্যায় এই বৈঠকের পরেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে শহরের এক অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স হলে। আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে সামাজিক কর্মকান্ড এবং ক্রীড়া সাংগঠনিক ক্রিয়া-কলাপে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অমিয় কুমার দাস, নিখিল চন্দ্র সাহা এবং অপু রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। সংস্থার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট : কোন খেলার ফরম্যটে খেলা হবে এশিয়া কাপ-২০২৩

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): এশিয়া কাপ ক্রিকেটের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। ৩১ আগস্ট থেকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। এশিয়া মহাদেশের সেরা দলগুলোকে নিয়ে হয় এই টুর্নামেন্ট। এশিয়া কাপের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার হল ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ। এছাড়া আফগানিস্তান ও পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ ম্যাচের মধ্যেও আছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বলা যেতে পারে একটা মাস ধরে এশিয়া কাপে চলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৯৮৪ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের ফরম্যাটও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে।১৯৮৪ সালে প্রথম টুর্নামেন্টে এটি ছিল একটি সহজ রাউন্ড-রবিন টুর্নামেন্ট। সেবার প্রতিটি দল একে অপরের সাথে একবার করে খেলেছিল। কিন্তু পরে টুর্নামেন্টে আরও দল যুক্ত হওয়ায় জন্য গ্রুপ পর্বের ফরম্যাট চালু করা হয়।

এবারের আসরে অর্থাৎ ২০২৩ সালের আসরে প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার ফোর পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফাইনালে সুপার ফোর পর্বের সেরা দুই দল খেলবে।এবারের এশিয়া কাপে ষষ্ঠ দেশ হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে নেপাল। ফাইনালে আরব আমিরাতকে হারিয়েছে তারা। "এ" গ্রুপে পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল, "বি" গ্রুপে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রধান শিক্ষকের স্কুল ফাঁকিতে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ আগষ্ট।। আজকের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ও রাই এক দিন হবে দেশ,সমাজ রাষ্ট্রের দিশারী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মূল কান্ডারী। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য, মানুষের মত মানুষ তৈরি করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন শিক্ষকদের বেতন দিয়ে। যেহেতু শিক্ষাই হচ্ছে সমাজের মেরুদন্ড, শিক্ষার বিকল্প কিছু নাই, তাই সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মানজনক স্থানে রেখেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। আমার শিক্ষকদের মানুষ তৈরীর কারিগর ও বলি। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে কাঁচা মাটির ঢেলা, তাদের যেইরকম ভাবে গড়ে তোলা হবে তারা সেই রকমই হবে। আর আজকাল কিছু সংখ্যক শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী দের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হোক বা না হোক তাদের কি, আসে যায়, মাসের শেষে তো সরকার মোটা অংকের মাইনে দিচ্ছে, স্কুলে আসলেও বেতন পাবেন,না আসলেও বেতন পাবেন, এই রকম মন- মানসিকতা নিয়ে স্কুল ফাঁকি,দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তা মনি দেববর্মার, পটন পাঠন শিখে তুলে এবং অন্যান্য খাতে আত্মসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে। ছাতিয়ান টিলাহাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তা মনি দেবর্মার বিরুদ্ধে। এ রকম আয়নার কারিগর শিক্ষক, প্রতিবছর স্কুল থেকে লাখ টাকা আত্মসাথ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্কুল ফাঁকি কর্মসংস্কৃতি লাটে তুলা অর্থ আত্মসাথের এক চিত্র পাঠকের হৃদয়ে সামনে উপস্থাপন করছি।রাঘব বোয়াল শান্তামুনি দেববর্মা এবং আব্দুল মমিন পিজিটি শিক্ষক ওরাই নাটের গুরু এবং স্কুলটিকে নষ্ট করছে। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় মাসে চার থেকে ৬ দিন দিন উপস্থিত হন।কিন্তু ইন্সপেক্টর বাবুকে ২৪ দিন অথবা ২৫ দিন স্কুল কামাই রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি ইলেকশনের ডিউটিতে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে নিজের নাম পাঠানো থেকে বিরত রাখেন।নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক কে ও ফাঁকি দিয়ে চলেছে সেই ধান্দাবাজ শিক্ষক। কিন্তু বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের নাম নির্বাচনের দৃষ্টিগোচরে ইলেকশন করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন বার বার। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভোট এর ৫ দিন পূর্বে থেকে স্কুল কামাই বন্ধ এবং নির্বাচনের ফলাফলের পাঁচ দিন পরে ও স্কুলে আসেনি, বাড়ি ঘরে আরাম আইসে দিন যাপন করছেন। মোট দশ দিন ফোন বন্ধ করে দেন। অথচ পড়ে এসে অ্যাটেনডেন্স এর খাতায় সিগনেচার করিয়ে হাজিরা উঠিয়ে নিয়েছেন। জুন মাসে মোট পাঁচ দিন স্কুল কামাই করেছেন, তারমধ্যে সরকারি ছুটি২ দিন, ৩ দিন সি এল।

রবিবার আগরতলায় আমরা বাঙালী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনকরতে। রাজ্যসরকারের উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজকরে যাচ্ছে দেবদারু ফাড়ী থানার পুলিশ। ফাড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে অপরাধ দমনে প্রতিনিয়ত চলছে অভিযান। এই অভিযানে অপারাধমূলক কাজের সাথে যুক্তদের আটক করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়াহচ্ছে। অপরাধদমনে প্রতিনিয়ত ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে প্রয়াস কর্মসূচী করাহচ্ছে। এরইমধ্যে রবিবার দেবদারু বনিক্য পাড়া থেকে ও পূর্ব পিলাক এলাকাথেকে বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকায় দুইজনকে আটক করাহয়। ওসি বকুল রিয়াংএর এইধরনের অভিযানে খোবইখুশি দেবদারুবাসী। জানাযায় দেবদারুফাঁড়ী থানার এইধরনের অভিযান আগাামীদিনেও জারীথাকবে।

নেশা সামগ্রী সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ আগষ্ট।। রাধানগর সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের হাতে আটক ৭৫ বোতল এসকফ সিরাপ সহ এক পাচারকারি নাম অর্জুন ত্রিপুরা(৩৫)। বাড়ি ঘোষখামার বাতিসা কলোনি এলাকায়। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে,পিয়ার বাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস জানান শনিবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএসএফ জওয়ানরা ওৎ পেতে বসেছিল রাধানগর বিওপি সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।কফ সিরাপ গুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে পাচারকারি সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়ে আসে,সঙ্গে সঙ্গে পাচারকারীর পিছু ধাওয়া করে পাচারকারীকে আটক করে বিএসএফ জওয়ানরা, সকালে ৭৫ টি এসকফ সিরাফ সহ অর্জুন ত্রিপুরাকে আটক করে পিয়ার বাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ২২(সি)(ছ)/২৫/২৭-এ/২৯ এনডিপিএস এক্ট ১৯৮৫ ধারায় মামলা রুজু করে এবং তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে বিলোনিয়া আদালতে পাঠায়, পিআর বাড়ি থানার মামলার নম্বর ৫২/২৩, বিলোনিয়া আদালত এক দিনের জেল হাজতের নির্দেশ দেয়। আগামীকাল সোমবার পুনরায় অভিযুক্ত অর্জুন ত্রিপুরা কে ফের তোলা হবে আদালতে।

তৃষ্ণা বন সংরক্ষক ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ আগষ্ট।। আজ রাজনগরে সহকারী তৃষ্ণা বন সংরক্ষক নব নির্মিত ভবনের দ্বারোঘাটন হলো উপজাতি কল্যান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার হাত ধরে।

রাজনগর নেতাজি সুভাষ মিলনায়তনে বেলা ১২ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে কেম্পা প্রকল্পের মাধ্যমে নব নির্মিত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের মার্চ মাসে,কুড়ি লক্ষ চোয়াত্তর হাজার টাকা ব্যায়ে তৃষ্ণা বন সংরক্ষক নব নির্মিত ভবনটি নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর নব নির্মিত ভবনের দ্বারোঘাটনের সমারোহের পর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সুচনা করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। সাথে ছিলেন রাজ্য বন বিভাগের মুখ্য বন সংরক্ষক প্রিন্সসিপল সেক্রেটারি কে এস শেট্টি, অতিরিক্ত পিসিসিএফ, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, সহ অন্যান্য অতিথিগন। স্বাগত ভাষন রাখেন জেলা বন আধিকারীক এন কে চঞ্চল। স্বাগত বক্তবের পর অতিথিগণ পর পর তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্য রাখেন উদ্বোধক তথা উপজাতি কল্যান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন বনদপ্তরের কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করুন,সবাই বন সংরক্ষণে এগিয়ে আসুন,বন সৃজন হলেই প্রকৃতি বাঁচবে আর প্রকৃতি সুস্থ সবল থাকলে পৃথিবী ভু উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচবে। পাশাপাশি শুধুমাত্র বৃক্ষরোপন করলে হবে না সবাইকে এই গাছ গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষনে এগিয়ে আসতে হবে তবেই প্রকৃতি বাঁচবে, বাঁচবে তার জীবকুল।এই দিন সহকারী তৃষ্ণা বন সংরক্ষণ নবনির্মিত ভবনের দ্বারোঘাটনকে সামনে রেখে হয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, এই কর্মসূচীকে সামনে রেখে উপস্থিত অতিথিগণ অর্থনৈতিক ভাবে মূল্যবান আগরগাছ ও নানা ধরনের গাছের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে।

জল জীবন মিশনে সিপাহীজলা জেলার অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ আগষ্ট।। ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে ঘরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের ১৫ ই আগস্ট জল জীবন মিশন নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেন। যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ধর্য্য করা হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। সেই লক্ষ্যে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরাতেও এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে জলজীবন মিশনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ৬৬, ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ চার লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৯০ টি বাড়িতে জল জীবন মিশনের পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যের পাশাপাশি সিপাহীজলা জেলাতেও জল জীবন মিশনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের বিশালগড় ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার অমল বিষ্ণু চৌধুরীর সৎ মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই জেলাতে ৫৫ ,৪৮ শতাংশ অর্থাৎ ৬৪ হাজার ৯০২ টি পরিবারে জল জীবন মিশন প্রকল্পের পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাহী বাস্তুকার শ্রী চৌধুরী বিশালগড় ডিভিশনে যোগ দিয়েছেন। রেকর্ড অনুযায়ী তখন সিপাহীজলা জেলার মোট জনসংখ্যার শুধুমাত্র ৩৫ শতাংশ পরিবার জল পেয়েছিল। শ্রী চৌধুরী বিগত এক বছরে আরো কুড়ি শতাংশ পরিবারে জল পৌঁছে দিয়েছেন। নির্বাহী বাস্তুকার অমল বিষ্ণু চৌধুরী অত্যন্ত সৎ নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমা। বিশালগড় ডিভিশন এর অন্তর্গত সাতটি ব্লক , দুটি পৌরসভা এবং একটি মিউনিসিপাল কাউন্সিল রয়েছে।, ডিভিশনের আয়তন অনুসারে পরিকাঠামো ছিল অত্যন্তই দুর্বল। যেখানে ডিভিশন অফিসের নিজস্ব অফিস বাড়ি পর্যন্ত নেই। তা সত্ত্বেও চলতি বছরে ৩৬০ টি ডি টি ডাব্লু, ৬৪ টি ইনোভেটিভ,৫৩৩টি এস বি ডিটি ডব্লউ, এবং ৫৩৩ টি আই আর পি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০০ শতাংশ স্কুলে পাই পলাইনের মাধ্যমে জলজীবন মিশনের পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে গেছে। দপ্তর সূত্রে খবর চলতি মাসের শেষের দিকেই ১০০ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পচে যাবে জল জীবন মিশনের পানীয় জল। শ্রী চৌধুরীর আচমকা বিশালগড় ডিভিশন থেকে কুমারঘাটে বদলি হওয়ার খবরে হতাশ হয়ে পড়েছেন অধিকাংশরা।

পাকিস্তানের নবাবশাহের কাছে হাজরা এক্সপ্রেসে লাইনচ্যুত; মৃত্যু ১৫ জনের, আহত কমপক্ষে ৫০

করাচি, ৬ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাহারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল হাভেলিয়ানগামী হাজারা এক্সপ্রেস। রবিবারের এই ট্রেন দুর্ঘটনায় ১৫ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ও কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। ট্রেন দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে সিন্ধুর অভ্যন্তরীণ জেলাগুলিতে এবং সেখান থেকে ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই শাখায় ট্রেন চলচল স্বাভাবিক করতে ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। আহত যাত্রীদের নবাবশাহ পিপলস মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটিতে বিপুল সংখ্যক যাত্রী যাত্রা করায় কর্তৃপক্ষ আরও আহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছে। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ এখনও জানা যায়নি। রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট শুক্কুর মাহমুদুর রহমান নিশ্চিত করেছেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় ১০টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তিনি আরও জানান, লোকো শেড রোহরি থেকে ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর জন্য একটি ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আপাতত ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

লোকসভার দুটি আসনে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করার আহ্বান মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত করার আবেদন জন জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। শাসক দল বিজেপি ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রাজ্যের দুটি আসনেই যেন পুনরায় বিজেপির দখলে যায়, তার জন্য সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করছে বিজেপি দল।

রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চা সদর শহর জেলা কমিটির উদ্যোগে রাজধানীর সুপারিবাগানস্থিত দশরথ দেব ভবনে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ - সভাপতি পাতাল কন্যা জমাতিয়া, স্থানীয় কর্পোরেটর সহ দলের জনজাতি বিভিন্ন নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেছেন, ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন এবং সংগঠনকে আরও মজবুত করতে আজকের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদীজিকে রাজ্য থেকে দুটি আসন দেওয়াই হল দলের একমাত্র উদ্দেশ্য বর্তমানে। তার কথায়, মোদীজি ছাড়া জনজাতিদের উন্নয়নের আর কোন বিকল্প পথ নেই। তিনিই পারেন একমাত্র জনজাতিদের উন্নয়ন করতে। তাই আগামী ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন, এবং মণ্ডল স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তরে দলকে মজবুত করতে এদিনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এদিন দিনভর চলতে থাকে জনজাতি মোর্চার এই সম্মেলন। সম্মেলনে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। একপ্রকার দলকে মজবুত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

জাতীয়তাবাদী কর্মচারী কো-অর্ডিনেটর কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। তৃতীয় ত্রি-বার্ষিকী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পুনর্গঠিত হলো ফটিকরায় মন্ডলের অন্তর্গত জাতীয়তাবাদী কর্মচারী কো-অর্ডিনেটর কমিটির। বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রবিবার ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে ফটিকরায় মন্ডলের অন্তর্গত জাতীয়তাবাদী কর্মচারী কো-অর্ডিনেটর কমিটির নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হন রতিশ দেবনাথ ,জেনারেল সেক্রেটারি ডিপ সোম , জেনারেল সেক্রেটারি অঞ্জন দাস সহ ১২ জনকে বিভিন্ন পদের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কর্মীটির কোর- কমিটি গঠন করা হয়। এই দিনের কর্মচারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সুধাংশু দাস ,জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস , মন্ডল সভাপতি নীলকান্ত সিনহা সহ তীয়তাবাদী কর্মচারী কো-অর্ডিনেটর কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা। মন্ত্রী এদিনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন 'শুধু হল ভর্তি কর্মচারীদের উপস্থিতিতা প্রমাণিত নয় যে উপস্থিত সকল কর্মচারীরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে আদর্শিটি হয়ে তারা সম্মেলন কিংবা কখনো মিছিল মিটিংয়ে উপস্থিত হন। যারফল এবারকার ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের কর্মচারীদের ভোট প্রদান। সুতরাং রাষ্ট্রবাদী সরকারের আদর্শে আদর্শিত না হলে চাকরি বাঁচাতে ট্রান্সফারের ভয়ে কোনো মিছিল মিটিং সম্মেলনে উপস্থিত হতে হবেনা মন্ত্রী সুধাংশু দাস এইদিনের কর্মচারী সম্মেলনে এমনটাই বক্তব্য রাখেন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন আর এই নির্বাচনের আগে কর্মচারীদের এই সম্মেলনে মন্ত্রী ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তীব্র মন্তব্য করেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেইভাবে মানুষকে খুন করা হয়েছে বেলেট বাক্স নিয়ে কারচুপি সিপিআইএম এর কর্মীদের খুন করছে কংগ্রেস , বিজেপিকে খুন করছে। সেই তৃণমূল নেত্রী মমতাকে সঙ্গে নিয়েই আবার রাহুল,নীতিশ , সীতারাম ইয়েচুরিদের বিরোধী জোট। রাজ্যে একে ওপরের রক্ত খাচ্ছে বেঙ্গালোরে বসে মিটিং করছে।

চিকিৎসকদের তৎপরতায় আলালিকা চাকমার সফল সিজার সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। জিবিপি হাসপাতালে গতকাল মধ্যরাতে চিকিৎসকদের তৎপরতায় ছামনুর আলালিকা চাকমার সফল সিজার সম্পন্ন হয়েছে। সিজারের পর মা ও নবজাত শিশু দু'জনেই সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছে। ছামনুর আলালিকা চাকমা গতকাল সন্তান প্রসবের জন্য প্রথমে ছামনু ও পরে ধলাই জেলা হাসপাতালে গেলে পরিস্থিতি জটিল দেখে তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। আশাকর্মী নীতা দেবী তাদেরকে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আলালিকা চাকমার পরিস্থিতি তখন খুবই জটিল ছিল। ইতিমধ্যেই রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে যোগাযোগ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল তথা হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল সুপার ডা. সীব দেববর্মাকে ঘটনার কথা জানিয়ে দ্রত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। চিফ মেডিক্যাল সুপার ডা. সীব দেববর্মা দ্রত ব্যবস্থা নেন। এরপর মধ্যরাতে জিবিপি হাসপাতালে ডা. অভিজিৎ শীল ও ডা. পুপল চৌধুরীর নেত'ত্বে মেডিক্যাল টিম আলালিকা চাকমার সফলভাবে সিজার করেন। হাসপাতাল থেকে রোগীর জন্য এ পজেটিভ দু'বোতল রক্তেরও ব্যবস্থা করা হয়। আলালিকা চাকমা ও তার নবজাত শিশু সুস্থ রয়েছে। জটিল পরিস্থিতিতেও আলালিকা চাকমার সন্তান প্রসব নিরাপদে হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মেডিক্যাল টিমের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। মেডিক্যাল টিমে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডা. আরথি হরিদাস, ডা. ডি ছাবরা, ডা. নীলোৎপল, ডা. পায়েল সাহা, ডা. পা-স, অ্যানেস্থেসিস্ট ডা. তপন দেববর্মা, ডা. মোহিত, স্টাফ নার্স জ্যোতিকা চাকমা, ওটি অ্যাসিস্টেন্ট রাজীব সাহা, ওটি অ্যাসিস্টেন্ট অলক সাহা, রিংকি ভ-াচার্য, প্রতিমা পাল প্রমুখ।

দোকানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ আগষ্ট।। কিছুদিন নীরবতার পর আবারো জেগে উঠেছে নিশি কুটুমবের দল, ঘটনা বিলোনিয়া শহরের একেবারে থানার নাকের ডগায় পুরোনো মোটরস্ট্যান্ড ও সিপিআই এম পার্টি অফিসের সাথে।গত দুইদিন ধরে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে পুরো দক্ষিণ জেলা জুড়ে সাথে বিলোনিয়াতে ও, বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে চোরের দল হানা দিল একটি সেলুন দোকান ও একটি মুদি দোকানে, দুইটি দোকানই খালি করে সব নিয়ে চমপট দিয়েছে চোর, কেউ টেরই করতে পারে নি, সকালবেলা যখন মালিক পক্ষ দোকানে আসেন দেখতে পান দোকান লন্ড ভণ্ড জিনিস পত্র উধাও, এই অবস্থা দেখে দোকান মালিক মানিক শীল ও অঞ্জন সাহার মাথায় হাত, চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন ছুটে আসে, ছুটে আসে থানার লোকজন, ব্যবসার সাথে জড়িত দোকানিদের একটাই অভিমত আজকাল রাতের বেলায় পুলিশি টহল তেমন একটা হয় না, যার ফলে চোরেরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

উদ্বোধন হলো নতুন আধার সেবা কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগষ্ট।। জনগণের সুবিধার্থে পুর নিগমের ৮ নং ওয়ার্ড অফিসে আনুষ্ঠানিক ভাবে আধার সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পোরেটর শম্পা সেন সরকার, কর্পোরেটর হিরালাল দেবনাথ, কর্পোরেটর প্রদীপ চন্দ সহ অন্যান্যরা।এইদিন আধার সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান আগরতলা শহরে এইটি দ্বিতীয় আধার সেবা কেন্দ্র। এই আধার সেবা কেন্দ্রে এলাকার লোকজন নতুন আধার কার্ড করতে পারবে এবং পুরাতন আধার কার্ডের সংশোধন করতে পারে। এই আধার সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে এলাকার লোকজনদের সুবিধা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।